

চাকরি দেওয়ার
নামে ভিন রাজ্যে
নিয়ে গিয়ে
কিডনি চুরি!

ভাষ্যে প্রতিনিয়ত, কলকাতা, ৩০
আগস্টে রাজ্যে কিডনি পাচার চক্রের
তদন্তে নেমে মিলন বাংলাদেশ যোগে।
বিধাননগর পুলিশের হাতে ধরা
পড়ল কক বাংলাদেশি নাগরিক, যার
বিরুদ্ধে আগেও কিডনি পাচার চক্র
চালানোর অভিযোগ উঠেছিল।
বাগুইআটির আটঘাট ফুলতলা থেকে
হেঙ্গল এন্সিএফের হাতে গ্রেফতার
করেছে রাসেল আহমেদ। পুলিশ সুত্রে
খবর, জেরায় ঘটনাক্রমে কাক থেকে
উঠে আসছে ভারত-বাংলাদেশ
সীমান্তবর্তী হাউসে থাকা একটি বড়
কিডনি পাচার চক্রের সন্ধান। শনিবার
রাত্রে রাসেলকে গ্রেফতারের পর
দেখান এসটিএফ ককে বিধাননগর
বিদ্যালয় থানার হাতে তুলে দেয়।
রিবারার ধৃতকে আদালতে তোলা
হয়। তদন্তকারীদের দাবি, রাসেল এই
চক্রের পুরনো পরিচিত মুখ। ২০১৪
সালেও কিডনি পাচার চক্র থেকে যুক্ত
থাকার অভিযোগে দিল্লি পুলিশ ককে
গ্রেফতার করেছিল। সেই সময় তদন্তে
হঠাৎ এসেছিল, বাংলাদেশি নাগরিক
হয়েও ভারতে চুরি বেআইনিভাবে
আখার ও পান কাক তৈরি করেছিল
সে। এরপর এ রাজ্যে বাড়ি ভাড়া
নিয়ে সবকিছু শুরু করে। এক
বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট
বরাহে, আরও কয়েক জন
বাংলাদেশি নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে
সে কিডনি পাচারের নেটওয়ার্ক
বিস্তার করছিল। মামলাটির সুপ্রাচীন
১৮ আগস্ট এক ভুক্তভোগীর বাবা
বিধাননগর পুলিশের কাছে অভিযোগ



সফরে বর্তমান উজবেকিস্তানে রয়েছে মোদি। বাণিজ্য, পার্বত্য শক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করাই এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্মান গ্রহণের পর মোদি বলেন, “দোস্তলিক” শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব। ভারতের মানুষও ‘দোস্ত’ শব্দটির সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত। তাঁর কথায়, উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়া ব্যক্তিগত গৌরবের বিষয় হলেও এই স্বীকৃতি কোনও একজনকে নয়, দেশের ১৪০ কোটি মানুষের। উজবেকিস্তানের মানুষ, সরকার এবং প্রেসিডেন্ট মির্জিয়ায়েভকে গণ্যবাদ জানিয়ে মোদি জানান, দুই দেশের শতাব্দীপ্রাচীন বন্ধুত্ব ও যৌথ

পার্টনারশিপের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েই এই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে উজবেক প্রেসিডেন্টের নেতৃত্ব ও ভারতের প্রতি তার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবেরও প্রমাণ করলে মোদি। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির মাঝে প্রাচীর সাউথের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করতে ভারত ও উজবেকিস্তান একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানান তিনি। উজবেকিস্তান সফর শেষ করে তাসপদ থেকে কিরগিজস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা এওস-ও-২৬তম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদি।

এইভাবে তিনি এই সম্মান উৎসর্গ করেন। এই সম্মানে তার বক্তব্য, এই সম্মান ভারত বড় দায়িত্বও তৈরি করল। ভারত ভবিষ্যতেও উজ্জবেকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট রাখতে প্রতিশ্রুতি পাঠ্যকরে। মাদির সফরে রবিবার থাকিয়েয়েভের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়। সেই বৈঠকের ভারত ও উজ্জবেকিস্তানের সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে 'সার্বিক আশ্রয়' দেওয়া হবে, 'সার্বিক কান্ট্রিহেনসিভ স্ট্যাট্যেজিক

আজকের মধ্যেই লাগিয়ে
ফেলতে হবে, স্মার্ট মিটার
নিয়ে এসে গেল বার্তা



সম্প্রদায় চালু হয়ে যাচ্ছে এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিত্র বাসনোকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বোর্ডন কর্তৃক লম্ফা, ১০১ আগস্টের মধ্যে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা। মূলত সরকারি দফতরগুলিতে বিদ্যুতের খরচ এবং বিল পরিশোধের প্রক্রিয়ায় আরও নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকারকে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সমস্ত সরকারি দফতরে এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংসদসীমার মধ্যে প্রায় এক হাজার জনা স্বল্পমূল্যে দফতরগুলির প্রধান, রাজ্য পুলিশের ডিউজ এবং জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে এই ব্যবস্থা চালু হলেও, রাজ্যে সরকারি দফতর ও অফিসের মোট সংখ্যা প্রায় ১০০ হাজার। সরকারের পরিপন্থীভাবে, ধাপে ধাপে সবার সরকারি অফিসেই প্রিপেড স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসা। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত ১০০ শতাংশ সরকারি দফতর ও এই ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নবাম সপ্তে খবর, নতুন ব্যবস্থা সরকারি অফিসগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের মোবাইল নম্বর ডুব্রিএসইডিসিএল-এর পোর্টালে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ওই নম্বরের বিদ্যুৎ বিল সফ্রোস্ত কর্তৃত্বপ্রাপ্ত শেষ পাঠানো হবে। এর মধ্যে বেশো পরিণের পরিমাণ, বিল জমা দেওয়ার শেষ তারিখ-শ্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানানো হবে। যে সব সরকারি অফিস বর্তমানে ডুব্রিএসইডিসিএল-এর পোর্টালে সংযোগ ব্যবহার করছে এবং যাদের সংযোগের অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াটের মধ্যে, মূলত সেই সব অফিসগুলির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। প্রিপেড ব্যবস্থায় যাওয়ার আগে স্বল্পমূল্যে সরকারি অফিসগুলিকে একটি শেষ পোর্টালে বিল দেওয়া হবে। বিল তৈরির তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সেই বিলের টাকা পরিশোধ করতে হবে বলে খবর নানাম সূত্রে। নির্ণায়িত সময়ের মধ্যে যেকো মৌতেনা না হলে পরবর্তী সময়ে প্রিপেডের বিলের সঙ্গে তা যুক্ত করে নেওয়া হবে। এদিকে, সব সরকারি অফিস এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের মোবাইল নম্বর ডুব্রিএসইডিসিএল-এর পোর্টালে নথিভুক্ত হনিম বলে খবর উঠে আসছে। স্বল্পমূল্যে দফতরগুলিকে দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করার দক্ষতা ও দফতরগুলির জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ ও নগর বাসনার আর্থিক পদ্ধতি বাড়াটা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনীকীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রের 'রিয়াস্পন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্ট্রিম'-এর আওতায় এই ধরনের প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশিকা মেনেই সরকারি অফিসগুলিতে ধাপে ধাপে স্মার্ট মিটার বাসনোকার কাজ চলেছে।

পার্টনারশিপের মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে উভয়েই প্রেসিডেন্টের নেতৃত্ব ও ভাবকে প্রতি তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবেরও প্রশংসা করেন মৌদা। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থে প্রোবাল সাউথের কঠোর আরও জোরালো করতে ভারত ও উজবেকিস্তান একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানান তিনি। উজবেকিস্তান সরণ শেষ করে তাসবন্দ থেকে কিরগিজস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সেখানে ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র ২৬শ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেনে মৌদা।

কাজ প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ বাংলার সাধারণ মানুষের বাড়িতে জোর করে বা বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসানো হবে না বলে বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে স্মার্ট মিটার বসবে। ফিলে স্টো স সরকারি অফিসে। যেখানে থেকেই একেই স্মার্ট মিটার চালু হচ্ছে বলে নারায়ণ সূত্রের খবর। ফলে সরকারি দফতরগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে চলছে। তা বলাই বাহুল্য। প্রায় ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে স্মার্ট মিটার। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার লক্ষ্য, 'বর্তন ব্যবস্থা' কার্যকর করা। মূলত, সরকারি এবং বেসরকারি পরিষেবার প্রক্সিকে আরও নিয়ন্ত্রিত করে দেবে রাজ্য সরকারকে। বিজ্ঞপ্তি সবার ক্ষমতায় ফতরে এই প্রিশেদ স্মার্ট মিটার চালুর পরিকল্পনা। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিভি এবং জেলাশাসকদের নির্দেশ। ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে এই ব্যবস্থা চালু। এর ও অফিসের মোট সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। রাধো সমস্ত সরকারি অফিসকেই প্রিশেদ স্মার্ট মিটার অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত ১০০ শতাংশ সরকারি কারার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। নারায়ণ সূত্রের খবর, গুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকারিকের মোবাইল নম্বর চালুতে নথিভুক্ত করা ব্যাংকমূলক কাজ হয়েছে। ত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠানো হয়। এর মধ্যে বেসেয়া ও ওয়ার শেষ তারিখ-সহ প্রয়োজনীয় বিবিত্ত তথ্য। তারি অফিস বর্তমানে ডুব্রিএসইডিসিএল-এর পরেছে এবং যাদের সময়েগের অনুমোদিত লোড ত সেই সায়েগগুলির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম কার্যকর হবে। তার সায়েগ সংগঠিত সরকারি অফিসগুলিকে একটি করে। বিল তৈরির তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কনতে হবে বলে খবর নারায়ণ সূত্রে। নির্ধারিত কালে হলে পরবর্তী সময়ে প্রিশেদের বিলের সঙ্গে 'দিকে', যু সরকারি অফিস এমনও দায়িত্বপ্রাপ্ত ডুব্রিএসইডিসিএল-এর পোঁটোলে নথিভুক্ত হয়নি। ত দফতরগুলিকে দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে নথিভুক্ত করার পদ্ধতি ও দফতরগুলিকে বর্তন ব্যবস্থার আর্থিক দিকটা বাড়াতে এবং বাধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রের 'রিমান্ডপড' আওতা এই ধরনের প্রিশেদ স্মার্ট মিটার চালুর নির্দেশিকা মেনেই সরকারি অফিসগুলিতে থাকে চালু।

পুজোয় মণ্ডপের পবিত্রতা বজায় রাখার অনুরোধ অগ্নিমিত্রার
‘খিমের নামে মাতৃপ্রতিমার
যেন কোনও বিকৃতি না ঘটে’

নাজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০
আগস্ট: কলকাতা থেকে বাংলার
আনাচনাচক- চট্টপাঠের সুব
বাধার আগেই এখন পাড়ায় পাড়ায়
থিয়েটার চর্চা, এ বারের শারদেবের
জুড়ি দুর্গাপুজো বুধি থিম-ভানবান
বিলাসিতায় রাশ টানা হতে চলেছে।
মন্দিরের রেল্লিকা থেকে শুরু করে
অম্বকাশ্যান কিংবা নৈশিন
খুঁটিনাচ- এপেরিয়েমেণ্ট অভিনু
বাঙালির কল্পনা চিত্তর ভাঙ
ফেলেছিল বিশু হিন্দু পরিষদের
সাম্প্রতিক কিছু কড়াকড়ি। তবে
সেই যাবতীয় জল্পনা ও বিতর্কে
দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরায়ন
মন্ত্রী অরুণিমা পালা। রবিবার
খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে শিক্ষাথলে
যেন আগাম উৎসবের বাদি বেজে
উঠল। অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়ে
নিজের হাতে ঢাক বাজিয়ে মণ্ডপের
পবিত্রতা রক্ষার আহ্বান জানান
পুরমন্ত্রী। মন্ত্রীর ঢাকের কঠালকাটির
বেলা মেতে উঠে আনন্দ পা
মণ্ডোলে পুজো কমিটির মহিলা
সমসারাও। উৎসবের আগেই থিম



ও পূজো-পদ্ধতি নিয়ে বিশ্ব হিন্দু
পরিষদের মার্গ দর্শকমণ্ডলীর সদস্য
নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারীর সুরের সঙ্গেই
সুর মিলিয়ে অগ্রিমিত্রা জানান,
থিমের নামে যেন মাতৃপ্রতিমার
বিকৃতি না ঘটে। নির্গুণানন্দ আগে
স্পষ্ট করেছিলেন- শিল্পের সঙ্গে

কারও শত্রুতা নেই, তবে আটের
 নামে জুতো কিংবা ডিমের প্যাভেল
 বানিয়ে পুজোর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা
 বরদাস্ত করা হবে না। সেই প্রসঙ্গেই
 পুরমন্ত্রীও আর্জি জানান, থিমের
 চক্রে চটি-জুতো ব্যবহার করা
 একেবারেই অনচিত। সনাতনী

ভাবধারা ও শালীনতা বজায় রেখে
মাতৃপ্রতিমার মাতৃত্ব ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে
তোলাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত
ডিএইচপি-র সাম্প্রতিক অবস্থান
এবং আমিষ খাবার নিয়ে তৈরি হওয়া
বিদ্রান্তি দূর করে মন্ত্রী পরিষদের
জানিয়ে দেন, বিশ্বে হিন্দু পরিষদের

বক্তব্যকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে সরকার কোনও বাধানিষেধ চাপাচ্ছে না। তবে তার বিনীত অনুরোধ, মণ্ডপের বাইরে আমিষ খাবারে কোনও অপত্তি না থাকলেও মণ্ডপের ভিতরে যেন কেউ আমিষ নিয়ে প্রবেশ না করেন। মণ্ডপের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা রক্ষা করা সরকারই কর্তব্য। দুর্গাপূজা কমিটিগুলির সরকারি অনুদান পাওয়া নিয়ে মন্ত্রী জানান, এটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের যে নির্দেশ আসবে, সেটিই শিরোধার্য। অবশ্য উপস্থিতি পূজা উদযোক্তারাও অন্যদিকে স্বাক্ষরিত সরকারি সিদ্ধান্তকে সামনে স্থাপন জানানো প্রস্তুত বলে জানান। কেবল পুজোজর কথাই নয়, উৎসবে পাটামোয়ার হওয়ার পাশাপাশি আসনসামনের রাস্তাঘাট মোরামত, উন্নত নিকশি ও পানীয় জলের মতো মৌলিক নাগরিক সুবিধাগুলোকেও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে গোটো শহরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী।

বাংলায় পালটে যাচ্ছে একাধিক নিয়ম!
সেপ্টেম্বর থেকে কোন কোন
ভুল করলেই জরিমানা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ আগস্ট: নয়া মাস থেকে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। সাধারণত প্রতি মাসের পয়লা দিন হতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক নিয়ম পাটোঁতে যায়। কার্যকর হয় পরিসীমিত বা নতুন নিয়ম। হেফাজত হয় এলপিজি গ্যাস সরবরাহের মতো দামের। আর আগামী ১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ একগুচ্ছ নিয়ম পাটোঁতে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের মুখে যে 'সিডিক সের্প' শব্দবন্ধ প্রচলিত, সেই সংক্রান্ত নিয়মেই আমূল পরিবর্তন আসছে পশ্চিমবঙ্গে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাস্তায় যাত্রাত আবার্জনা ফেলা বা থুত ফেলা, বোঝানো পার্কিং এবং স্লুট-ইউজ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

কী কী নিয়ম পাটোঁতে যাচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে?



১) রাস্তায় যেখানে সেখানে নোংরা ফেলল বা খুত ফেললে গুনতে হবে জরিমানা। প্রকাশ্যে খুত ফেললে ১০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। ২) যত্রতত্র প্রদ্রষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে ২০০ টাকা। ৩) সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করলে জরিমানা গুনতে হবে। পরিবেশে পরিষেবা-বান্ধব ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। সেগুন চালু করা হচ্ছে কটন ব্যাগ এবং বায়োডিগ্রেনেবল ব্যাগের বিকল্প ভেতিনে মেশিন। ৪) ইট, বাগি, বড, পাথরের মতো বাড়ি তৈরির সামগ্রী রাস্তায় ফেলে রাখলে জরিমানা দার্য করা হবে। কোনও রেয়াত করা হবে না। ৫) কোনও লোকের নামের বর্জ্য বা আবর্জনা জমিয়ে রাখলেই নেওতা হবে।

শাস্তিমূলক পদক্ষেপ জরিমানা প্রদানতে হবে। ৬) যেআইনি পার্কিংয়ে জরিমানা ধার্য করা হবে। সেইসব নয়া নিয়ম কার্যকর করার বিষয়ে কলকাতা পুরনিগম, হাওড়া পুরনিগম এবং বিধাননগর পুরনিগমের শীর্ষকর্তৃদের পাশাপাশি ডিনাটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকদের সঙ্গে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবে দু'ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্রিমণী পালা।

১ সেপ্টেম্বর থেকে এই নতুন নিয়মাবলী এবং বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক প্রস্তুতি ততদূর, তা খতিয়ে দেখতে। এই পর্যালোচনার আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধ করতেও প্রশাসন কড়া ভূমিকা নিচ্ছে। মন্ত্রী জানান, উদ্ভূত পক্ষিৎ জোন ও নো-পার্কিং জোন চিহ্নিত করার কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। আরার রাস্তায় গাড়ি রাখার জন্য 'নাইট পার্কিং ফি' চালু করা হচ্ছে। একইসঙ্গে নিয়ম না মানলে ভাড়া জরিমানা করা হবে। নাগরিকদের ফুটপাথে মোটরগাড়ি দাঁড় করানো এবং রাস্তায় যেআইনি পার্কিং করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। চালকদের সুবিধার্থে এবং পার্কিং ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল রাখতে রাজ্য সরকার একটি বিশেষ 'পার্কিং অ্যান্ড' চালু করতে চলেছে। এই ডিজিটাল অপারে মাধ্যমে গাড়ির লোকর সহজেই শহরের কোথায় ফাঁকা পার্কিং স্পট রয়েছে তা রিয়েল-টাইমে দেখতে ও বুক করতে পারবেন। খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী এই আপগিটর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

অশোকনগরে তেল উৎপাদন শুরু হতেই
ভূগমূলকে ‘সদিচ্ছার’ পাঠ শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪
পূর্ণনা, ৩০ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গের
শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রিত্বের এক
প্রতিনিধিত্বক অধ্যায়ের সূচনা হল
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে উত্তর
২৪ পূর্ণনার অশোকনগর
তেলক্ষেত্র থেকে বাণিজ্যিকভাবে
শুরুকৃত শিল্পে বিনিয়োগ
শুরুর কক্ষ অলো জ্যোত্স নাচারাল
গ্যাস কর্পোরেশন। শুক্রবার
আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাণিজ্যিক
আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সূচনা হল।
আবহে বিবেচনার রাজ্য সভাপতি
তথা সাংসদ শ্রীমতী ভট্টাচার্য ফের
একবার মনে করিয়ে দিলেন রাজ্যের
শিল্প সম্ভাবনার কথা। পূর্বতন
সম্প্রদায়ের আমলে কীভাবে বিপুল
সম্ভাবনা চাপা পড়ে ছিল, সে কথাও
উল্লেখ করেছেন তিনি।
অশোকনগরে তেল এবং গ্যাসের
সম্পদ। বেশ কয়েক বছর আগে
চাপা গিয়া গেছিল। ২০২০ সালের

২০ ডিসেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় পোর্টোলিয়ায় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অশোকনগরে এসে ওএনজিসি থেকে 'ক্রুড ওয়েল' প্রথম পাণ্ডার ব্যবস্থা করেন। তার কিছুদিন পরে অবশ্য করোনো পরিস্থিতিতে যেমে যায় কাজ। কিছু জমি-জটেরও কারণে ওএনজিসির প্রকল্পটি পুরো ব্যর্থ হয়ে যায়। নতুন সরকার আসার পর অশোকনগরে ওএনজিসি-র কাজের গতি বাড়ে। প্রায় ছয় বছর কাজে স্তম্ভবর অশোকনগরে বাণিজ্যিকভাবে ক্রুড অয়েল উৎপাদন শুরু হয়েছে স্তম্ভবর। বাইগাছির তেলক্ষেত্র থেকে হলদিয়ায় পাঠানো হয়েছে ১২০০ লিটার অপরিমোষিত তেল। ওএনজিসি সূত্রের খবর, বাইগাছির নির্দিষ্ট ওই খনিজ কূপ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ কিউবিক মিটার কাঁচা তেল মাটির গভীর থেকে তোলা সম্ভব হচ্ছে। মাটির



উচ্ছ্বসিত বিজেপি রাজ্য সভাপতি
শমীক ভট্টাচার্য তাঁর অফিসিয়াল এড-
হোকার পোস্ট করে এই সাফল্যবাহী
স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সরাসরি
নিশানা করেছেন প্রাক্তন শাসকবর্গকে। তিনি
তথ্য তৃণমূল কংগ্রেসকে। তিনি
পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের সম্ভাবনা ছিল,
আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
প্রয়োজন শুধু সঠিক নীতি, দ্রুত
সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক সিদ্ধিছারা।
কৃষক জমানার প্রশাসনিক ভূমিকার
চড়া সমালোচনা করে শমীক
ভট্টাচার্য আরও যোগ করেন, “দু-
তরের বিষয়, তৎকালীন তৃণমূল
সরকারের দীর্ঘদিন যাব অনুমোদন-
না দেওয়া ও প্রশাসনিক গড়িমসির
কারণে অশোকনগরের মত
সম্ভাবনাময় প্রকল্পও অথবা বিলম্বিত
হয়েছে। এর মূল্য দিতে হয়েছে
পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। পশ্চিমবঙ্গের
হারিয়েছিল বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও

উন্নয়নের সুযোগ।' অশোকনগরে
লেজেন্ডেরে বিখ্যাত খারাবিহকভাবে
রাজসভায় এবং কেসমি পেট্রোলিয়াম
ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরপাল সিং
পুরীর কাছে তুলে ধরেছিলেন শমীক
ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে একাধিকবার
প্রশ্ন করতে শেনা গিয়েছে তাঁকে।
উত্তরে দিয়েছেন শ্রদ্ধা। এবার সেই
অশোকনগরে তল উৎপাদন শুরু
হতেই শমীক ভট্টাচার্য বলছেন,
“দুনিতি, ভোলোজি ও লাল
ফিতুর ফাস থেকে শিক্ষা নে মুক্ত করা
দকবার। কর্মমস্থান বাবুজ,
বিনিয়োগ আসুক, শক্তিশালী হোক
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি।” সব
মিলিয়ে একদিকে যেমন বাংলায়
বাণিজ্যিক খনিজ তেলে সরবরাহের
ঐতিহাসিক সূচনা উদযাপন করা
হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই এই
প্রজেক্টের বিবরণ ও কৃতিত্ব নিয়ে শুরু
হবে গিয়েছে জোরোলা রাজনৈতিক
তরঙ্গ।

১১ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে নেপালে পৌঁছলো ভারতের চতুর্থ বিমান



নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : বন্যা বিপর্যন্ত নেপালে রবিবার চতুর্থ দফার ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ভারতের চতুর্থ বিমান কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছে। দুর্গোৎকলিত নেপালের মানুষদের সহায়তার জন্য এই সামগ্রী সেদেশের সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর এক্স-এ লিখেছেন, ১১ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ভারতের চতুর্থ বিমান কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছে। নেপালে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তার জন্য এই বিমানটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে গিয়েছে।এর মধ্যে রয়েছে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের সরঞ্জাম-সহ কম্বল, স্লিপিং ব্যাগ, ত্রিপল, প্লাস্টিক শিট ও হাইজিন কিটের মতো ত্রাণসামগ্রী। পাশাপাশি, একটি টানেল টেকনিক্যাল টিম, ডিএনএ বিশ্লেষণের জন্য ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দলও গেছে। উল্লেখ্য, নেপালের রাসুয়া ও সংলগ্ন এলাকাগুলোতে তেওটকেশী নদীর সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭২৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।শতাধিক মানুষ এখনও নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে বিশেষ নাগরিকরাও রয়েছে।

বাস বন্ধ কালান্না-বর্ধমান রুটে, বিপাকে যাত্রীরা

বর্ধমান, ৩০ আগস্ট : পরিবহনকর্মীদের আচমকা কর্মবিরতির জেরে রবিবারের সকাল থেকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল কালান্না-বর্ধমান রুটের বাস পরিষেবা। আমকা বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন যাত্রীরা।এ দিন পরিবহণ কর্মীদের সত্বে জানা গেছে, এই রুটে যত বাস চলাচল করে, সেগুলিতে চালক ও কনডাক্টর মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো জনের মতো কর্মী রয়েছেন। পরিবহণ কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বাসের মালিকপক্ষ তাদের ন্যায্য পাওনা ও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে চরম উদাসীন। আন্দোলনবিরত কর্মীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের তোলা দৈনিকূলি না মানা পর্যন্ত এই রুটে কোনও বাস চলবে না এবং আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এদিকে, হুঁা বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েন কালান্না ও বর্ধমান রুটের নিত্যযাত্রীরা। অনেকেই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে বিকল্প পরিবহণের মাধ্যমে গন্তব্যে যেতে বাধ্য হন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার, যু্ত এক মহিলা

নদিয়া, ৩০ আগস্ট : নদিয়া জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা পাচারের চেষ্টা বানচাল করল বিএসএফ। অভিযান চালিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা ১৫ কেজি ৬০৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছেন। এই ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।রবিবার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৬২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা গোপন সূত্রে তথ্যের ভিত্তিতে বানিপুর সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান। সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে জওয়ানরা এক মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালান। তল্লাশিকালে তাঁর কাছ থেকে মোট ১৫ কেজি ৬০৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়। বিএসএফ-এর হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকাউদ্ধার হওয়া সোনা সহ ওই মহিলাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন বিএসএফ আধিকারিকেরা।সীমান্ত এলাকায় পাচার রূপতে বিএসএফ নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথ ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের পেশাদার ব্রহ্মি ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বোধ উপলব্ধি করানোই ভারতের নিয়তিঃমোহন ভাগবত

নিউইয়র্ক, ৩০ আগস্ট : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত শনিবার নিউ ইয়র্কে বলেছেন, প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি বার্তা, লক্ষ্য এবং নিয়তি থাকে। ভারতের নিয়তি হলো বিশ্বকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বোধ উপলব্ধি করানো। বৈচিত্র্য ঐক্যকে দুর্বল করে না, বরং তাকে শক্তিশালী করে।নিউ ইয়র্কে র ম্যানহাটনে ‘আ্যহেড ফোরাম’-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশনে মোহন ভাগবত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে প্রতিটি দেশের একটি বার্তা থাকে, প্রতিটি দেশের একটি লক্ষ্য থাকে এবং প্রতিটি দেশের একটি নিয়তি থাকে যা তাকে পূরণ করতে হয়। ভারতের নিয়তি কী? ভারতের কাজ হলো ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’-কে নিজে বোঝা এবং সময়ে সময়ে বিশ্বকেও তা উপলব্ধি করানো। আমরা এক, এবং বৈচিত্র্যের কারণেই সেই ঐক্য আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। তাই বৈচিত্র্য উদ্যোগ করা উচিত।মোহন ভাগবত বলেন, বৈচিত্র্য উদ্যাপন করা উচিত। তাকে সম্মান জানানো উচিত এবং গ্রহণ করা উচিত। এর পাশাপাশি, মানুষের উচিত নিজেদের ভেতরে ঐক্যের ভাবনাকেও বজায়



রাখা। তাঁর মতে, বিভিন্ন রূপ এবং পরিচয় থাকা সত্ত্বেও ঐক্যের অনুভূতিই আসল। মোহন ভাগবত ভারতীয়দের নিজেদের আচরণের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেওয়ার আবেদন জানান। মোহন ভাগবত বলেন, ভারতের কেবল ভাষণ বা ধর্মেপদেশের মাধ্যমে বিশ্বকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য’-র বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত নয়। ভারতীয়দের অবশ্যই তাদের আচরণ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে একটি উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন যে, এই পথেই ভারত তার

দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন, মানুষের শরীর, পোশাক এবং উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একটি চিরন্তন উৎপাদন সকলকে সংযুক্ত করে। তিনি এটিকে একটি সুতায় সংযুক্ত জপমালার বিভিন্ন পুতির সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর মতে, এই আয়িক উপাদানই সকলের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি। মোহন ভাগবত বলেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কেবল জাগতিক সুখ অর্জন করা নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে, জীবনের উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান এবং মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া হিসাবে

১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে বৃষ্টির দাপট, প্রয়াগরাজ-সহ পূর্ব উত্তর প্রদেশে জোরালো বৃষ্টির সম্ভাবনা

প্রয়াগরাজ, ৩০ আগস্ট : আগামী সাত দিন উত্তর প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। রবিবার এই তথ্য উত্তর প্রদেশের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রগর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশেরও কিছু এলাকায় বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশেরও কিছু এলাকায় বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১ থেকে ৫

সেপ্টেম্বরের মধ্যে পূর্ব উত্তর প্রদেশে বৃষ্টির কার্যকলাপ তুলনামূলক বেশি সক্রিয় থাকার পূর্বাভাস রয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৩০ আগস্ট পূর্ব উত্তর প্রদেশের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রগর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম উত্তর প্রদেশেরও কিছু এলাকায় বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১ থেকে ৫

কথা মাথায় রেখে মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মাঠ ও খোলা জায়গায় কাজ করা মানুষদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বজ্রপাতের সময় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি এবং খোলা জায়গা থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।কোনো চরমসংখ্যা আজাদ কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিএসএ) আবহবিদ ড. এসএন সুনীল পাণ্ডের মতে, বঙ্গোপসাগর থেকে ক্রমাগত আসা জলীয়বাষ্প এবং মৌসুমি পরিস্থিতির কারণে উত্তর প্রদেশে বৃষ্টির এই পর্ব আরও চলতে পারে।তিনি জানান, পূর্ব উত্তর প্রদেশে বৃষ্টির কার্যকলাপ

আরও সক্রিয় থাকতে পারে। স্বনাম্যভাবে দ্রুত মেঘ তৈরি হওয়ার কারণে কিছু এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে ভারী বৃষ্টি এবং আকাশে বিদ্যু পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।এদিকে প্রয়াগরাজ গত ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গা ও যমুনার জলস্রোত দ্রুত বেড়েছে। ফলে আগামী কয়েক দিনের বৃষ্টির পূর্বাভাস নদীতীরবর্তী ও নিচু এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জেলা প্রশাসন নিয়মিত নদীর জলস্রো এবং বাঁধগুলির উপর নজর রাখছে। আবহাওয়া দফতরকে এই পূর্বাভাসের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় ২৮টি জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো ঝগুয়া বইতে পারে।

নেশা মুক্ত যুবা বিকশিত ভারতের জন্য অভিযান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, মন কি বাত- এ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট :রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিলেন। এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানে ছিল ১৩৭-তম পর্বরবিবার প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত-এ বলেন, নেশা মুক্ত যুবা বিকশিত ভারতের জন্য এই অভিযান এই সময়ে সমগ্র দেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট, নেশা মুক্ত যুব সমাজ ভ্রাগ ফ্রি হওয়া। অনেক মানুষ, বিপুল সংখ্যায়, বিশেষ করে আমাদের যুব বন্ধুরা এর অংশ হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ভারতের যুবসমাজের স্বাস্থ্য, ওদের আনন্দ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যও আমাদের সামগ্রিক সংকল্প।নেশার প্রতি দুর্নিবার আসক্তি একজন মানুষকেই শুধু গ্রাস করে না এর কুফল তার সমগ্র পরিবার ও সমাজকে ভুগতে হয়। আমি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা করি যারা ভ্রাগসের বিরুদ্ধে অন্যকে সচেতন করেন এবং নেশার কবলে পড়ে লড়াই করতে থাকা মানুষদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। নেশা মুক্ত ভারতের জন্য আপনারা কোনও পাওয়ারফুল স্লোগান তৈরি করতে পারেন? আমাদের ইয়ং মিউজিশিয়ানসরা এমন গান সৃষ্টি করতে পারেন যেখানে ভ্রাগ ফ্রি লাইফের বার্তা থাকবে? ছাত্র-ছাত্রীরা এবং থিয়েটারের দল এর লোকেরা অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া কোন ছোট নাটক লিখতে পারেন যার মধ্যে ভ্রাগের বিপদের সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথের কথাও বলা থাকবে। আমাদের দেশে দারুণ দারুণ কনটেন্ট ক্রিয়েটারদের অভাব নেই। আমার অনুরোধ রইল যে ওরা যদি বিভিন্ন ভাষায় এমন কনটেন্ট তৈরি করেন তাহলে সমাজ এই দিশায় এগিয়ে যেতে পারে। আপনারা আপনার এই সংক্রান্ত প্রচেষ্টা হাস্যট্যাগের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় অবশ্যই শেয়ার করুন। কখনও কখনও ক্রিয়েটিভ একোর্ট করমাল ক্যাম্পেইন এর থেকে বেশি কার্যকরী হয়। আসুন ভারতের যুবশক্তিকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য, নেশা মুক্ত করার মতো পবিত্র কর্তব্যে আমরা সকলেই নিজেদের ভূমিকা পালন করি। আপনারা আপনাদের প্রচেষ্টাকে নেশা মুক্ত যুব সমাজ এই হাস্যট্যাগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অবশ্যই শেয়ার করুন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হলো বিতর্কিত স্লোগান, প্রতিবাদ এসএফআই-এর



কলকাতা, ৩০ আগস্ট : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের দেওয়ালে লেখা ‘রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলার মাঝেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের বেশ কয়েকটি দেওয়ালের লিখন ও স্লোগান মুছে দিয়েছে। ওই দেওয়ালগুলোতে এখন সাদা রং করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে যে, তবে কি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশের পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো?বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অবশ্য দাবি, দেওয়াল পরিষ্কার ও রং করা একটি রুটিন প্রক্রিয়ায় স্বাৎ এবং অতীতেও এমন কাজ করা হয়েছে।গত কয়েক দিন ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বহিরাগতদের কথিত হামলা ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের পর মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে লেখা কয়েকটি স্লোগান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেন, কলা বিভাগের দেওয়ালে ‘কিনেনজি সালাম’ এবং ‘কাশ্মীর মাদ্রে আজাদি’-র মতো

স্লোগান কেন লেখা হবে? এই

ধরনের দেওয়াল লিখনকে ‘আবজান বলে আখ্যা দিয়ে তিনি অবিলম্বে তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটি শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র (মেধা চর্চার স্থান)

এবং এই ধরনের স্লোগানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত।বিশ্ববিদ্যালয়ের এই

পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে এসএফআই । এসএফআই নেতা তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র অঞ্জলি দাস রবিবার দাবি করেন, ক্যাম্পাসের দেওয়ালে লেখা অনেক স্লোগানই সাপ্তাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বার্তা বহন করত। তাঁর অভিযোগ, দেওয়াল লিখন মুছে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।এসএফআই ছ্িষ্যারা দিয়ে জানিয়েছে যে, তারা ক্যাম্পাসে দেওয়াল লিখনের ঐতিহ্য পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন।



অ্যামস্টেলডিন, ৩০ আগস্ট : শনিবার ওয়গেনার স্টেডিয়ামে সন্ধ্যায় আর্জেন্টিনার মহিলা দল তাদের নিজস্ব মারাকানাজো মুহূর্তের সাক্ষী হলো। নেদারল্যান্ডস সহজে হারে ন। গত ১৩ বছরে, ডাচরা টানা তিনটি বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি বছরে মাত্র একটি করে ম্যাচ হেরেছে। শনিবার এখানেও তারা সহজে হারেনি, কারণ আর্জেন্টিনা শেষ মুহূর্তে গোল করে স্বাগতিকদের সাথে ১-১ গোলে ড় করার পর পেনাল্টি স্টিউআউটে শিরোপা ছিনিয়ে নেয়।দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির জন্য এটি ছিল দ্বিগুণ মধুর, কারণ তারা ২০২২ সালের ফিনিালের হারের প্রতিশোধ নেওয়ার পাশাপাশি খেলাটির অন্যতম তীর্থস্থানে নিজেদের সমর্থক দর্শকদেরও স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ক্রিস্টিানা কাস্তিনো নেদারল্যান্ডসের দুটি পেনাল্টি বাঁচানোর পর, সোফিয়া কাযেরা বল জাল জড়িয়ে দিয়ে উদযাপনের সূচনা করেন এবং সেখানে ৩-১ করেন। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে, সহ-আয়োজক লেজেন্ডার শার্লট এঙ্গেলবার্টের গোলে অস্টেলিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ।

রাশিফল

মেঘঃ জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন, কারণ অবহেলার কারণে শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। আর্থিক বিষয় নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা থাকতে পারে এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে যেতে পারে।
বৃষঃ জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খোয়াল রাখুন, কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে পেশিতে জড়তা বা ব্যথার সমস্যা হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
মিথুনঃ আজ আপনি সম্ভবত রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতির চাপে আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি বেরিয়ে আসবে এবং আপনার কেশরিক ও মানসিক উর্ধ্বতার দিকে ঠেলে দেবে। বিবাহের যোগ হবে।
কর্কট রাশিঃ আজ আপনি বাড়িতে নতুন খাবার রান্না করে দেখবেন। পরিবারের সদস্যরা এই সুযোগে তা উপভোগ করবেন।
সিংহঃ সুদীর্ঘ একে অনোর থেকে আলাদা হতে চায়। যদিও, তারা বোঝেই না যে তারা এমনই অনন্য। আজ, কাজের জায়গায় একটা সেরকমই নানাদধরনের লোকের দেখা পাবেন, যার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আপনার পের্যেরও পরীক্ষা নেবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কন্যাঃ আজকে আপনার কাধে অনেক নেতিবাচক চিন্তা ভর করবে, সেগুলি ঝেড়ে ফেলুন কেননা যতবার আপনি পড়ে যান, ততবারই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াবেন। শুভ দিন হবে।

তুলাঃ আপনি আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা ও পক্ষতা উদ্বর্দন করবেন এবং লোকজনকে মুগ্ধ করবেন। চারুকলা ও শিল্পিক বিষয়।
সদৃশ্যে আপনার মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে, তা আপনি প্রকাশ করবেন এবং আজকে একটি নতুন শিল্পকলা কিনবেন। অসাধারণ সফটওয়্যার ডিজাইন করার জন্য সঠিক মানসিকতা আপনার থাকবে এবং ঠিক যখন আপনি সেটি শেষ করে আনছেন, আপনাকে হয়তো বিরকল্পনা করতে বা বিদেশের শাখায় কাজ করা সহকর্মীদের ফোন করতে বাধ্য হয়ে পড়তে হবে।

বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি, আপনার জন্য দুটি প্রধান দিক নিয়ে আসবে। দিনের একভাগ স্মৃতিকাতরতা চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে আর অন্যদিকে, যে সময় আপনি দিব্যবস্তু দেখতে এবং কাজ উপেক্ষা করে কাটিয়েছেন, সেই সময়, পুনরুদ্ধার করতে ব্যয় হবে। আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান বিরূপ, আপনি বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন।
ধনুঃ হুঁহু করে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনি পরিবারের প্রতি খুবই এক নিষ্ঠা। সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতে পেরে আপনার সন্তুষ্টি বহু।

মকরঃ আজ আপনি খুবই হাস্য। কাজের চাপে আপনি এতই আটকা পড়ে থাকবেন যে, নিজের জন্য চিন্তা করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শুভ দিন।
কুম্ভঃকুন্ত রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ব্যয় নিন। কোনও পুরনো রোগে ভুগে থাকলে এই সময় কিছুটা আরাম পেতে পারেন।
মীনঃ মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। পা বা মাথা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। শুভদিন

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো আবহাওয়া রয়েছে। মৎসাজীবীদের রবিবার এবং সোমবার সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূ্ব মেদিনীপুরে। এ ছাড়া, রবিবার এবং সোমবার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে বাকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়পুরে। বৃষ্টির সঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। সোমবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।এদিকে, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি জেলায়। এ দিন হ্রদ সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। আর সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) হতে পারে বলে পূর্বভবিষ্যে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৫মিনিটে।
ভাটা-বেলা ০৪টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০১টা ০৩ মিনিট।
সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ৪৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

‘মদের দোকান খোলা যাবে না’। প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ‘মদের দোকান খোলা যাবে না’। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দক্ষিণ হাওড়ার চাঁদমারিতে। দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের চাঁদমারি এলাকায় ধর্মীয় স্থানের সামনে নতুন করে মদের দোকান খোলার উদ্যোগের প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার পথে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাতে পোস্টার-ব্যানার নিয়ে ‘মদের দোকান করা যাবে না’ এমন স্লোগান দেন তাঁরা। প্রতিবাদে মহিলা, পুরুষের পাশাপাশি শিশুরাও অংশ নেয়। স্থানীয়দের দাবি, ধর্মীয় স্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে মদের দোকান খোলা হলে এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাই স্থানীয় মানুষের আপত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে দোকান খোলার উদ্যোগ প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা। প্রতিবাদকারীদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সদর সভাপতি শ্যামাল কুমার হোসেন বলেন, ওই এলাকার ৫০০ মিটারের মধ্যে দু’টি স্কুল রয়েছে। ফলে সেখানে মদের দোকান খোলার বিষয়ে সাধারণ মানুষের আপত্তি থাকই স্বাভাবিক।

সোনার দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীর উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সোনার দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ীর উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা হাওড়ার সাত্তরাগাছি মোড়ে। জগন্নাথ থানায় অভিযোগ দায়ের। হাওড়ার সাত্তরাগাছি মোড়ে একটি সোনার দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ী ও দুই মহিলা কর্মীর উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে উঠল জনৈক ‘সিভিক’-এর বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। লোকনাদারের অভিযোগে, গয়না পছন্দ না হওয়া নিয়ে এক ক্রেতার সঙ্গে তাঁর ফোনে বচসা হয়। এরপর ক্রেতার পক্ষ নিয়ে অভিব্যক্ত ওই সিভিক কর্মী দোকানে এসে তাঁকে বড় মারেন এবং তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন। পালা দাবির ও তাঁকে চড় মারেন বলে দাবি। পরে দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ঘটনার পর ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী চ্যাটার্জিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে ওই সিভিক-এর কোনও বক্তব্য জানা যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নেপাল থেকে ফিরলেন বসিরহাটের দম্পতি



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ নেপালে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে গাড়ি চলতে চলতে চালক দেখতে পায় পাহাড়ের উপর থেকে ধোয়ার মতো কিছু একটা নিচে নামছে। তাই দেখেই চালকের সন্দেহ হওয়ায় চালক গাড়ি পাহাড়ের উপরে তুলে দেয়। গাড়ি আর সামনের দিকে এগোয়নি। আর তাতেই রক্ষা পয়ে যান অনুকূল পোদ্দারের যত্মমিলি সহ ২২ জন। আজ তারা সকালে পুলিশ নিরাপত্তায় বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরেই এলাকার এলাকার মানুষের অধীর আগ্রহের অবসান হলো। এলাকার মানুষও কিছুটা দৃষ্টিচ্যুত মুক্ত হলো।

গোসাবায় বিজেপির দু’দিনের ‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান’

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার পাশাপাশি এবার রাজ্যেও বিজেপি সরকার। আর রাজ্যে ক্ষমতায় পরিবর্তনের পরই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রমে জোর দিয়েছে গেরঙ্গা শিবির। প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি মণ্ডলে ধারাবাহিক কর্মসূচির পর এবার সাংগঠনিক জেলা স্তরেও শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি। এই লক্ষ্যেই শনিবার থেকে দু’দিনের ‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান’ হয়ে গেল বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে। গোসাবায় আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করা এবং কর্মীদের দলীয় আদর্শ ও সাংগঠনিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। শনিবার প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জ মোহন আদক, গোসাবার বিধায়ক বিক্রম নন্দ, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নন্দ, সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার ২৯ জন মজল সভাপতি এবং দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

গঙ্গার ভাঙনে তলিয়েছে নতুন পিচের রাস্তা, দৃশ্চিন্তা বাড়ছে বলাগড়ের, স্থায়ী সমাধান নিয়ে কী বললেন মন্ত্রী ?

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ‘নদীর পাড়ে বাস, চিত্তা বালো মাস’ – এই প্রবাদই যেন এখন হুগলির বলাগড়ের চরখয়রামারির বাসিন্দাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। বর্ষায় গঙ্গার ভাঙন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে বলাগড়ে। ভিটোমাটি, জমি সব চলে গিয়েছে নদীগর্ভে। কয়েক মাস আগে তৈরি হওয়া নতুন পিচের রাস্তাও তলিয়েছে নদীর জলে। যে কোনও সময় সেই গঙ্গার জল রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়তে পারে বাড়ির উঠোনে। আতঙ্কে ধ্ব দিন কাটছে প্রাথমীদের। তাঁদের দাবি একটাই, শুধু রাজনৈতিক বদল নয়, এই



বার চাই গঙ্গার ভাঙন থেকে স্থায়ী মুক্তি। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েক মিটার এলাকা জুড়ে ফের নতুন করে ভাঙন শুরু হয়েছে। রাস্তা না থাকায় এখন ধানের জমির উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। গঙ্গার পাড় বরাবর মাটির নীচে দিয়ে যাওয়া পানীয় জলের পাইপ লাইনেও ফটল ধরেছে বলে অভিযোগ। ফলে, পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। একসময় এখানে রান্নানগর, দুর্লভপুর ও গৌরনগর এই তিনটি মৌজা ছিল। তার মধ্যে গৌরনগর মৌজা এখন পুরোপুরি গঙ্গার গর্ভে। বর্তমানে টিকে আছে দুর্লভপুর এবং রান্নানগরের কিছু অংশ। আগে দেড় থেকে দুই হাজার মানুষের বসতি থাকলেও এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০০-র সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক পরিবারে। জীবিকা হারিয়ে অনেক এখন দিনমজুর বা খেতমজুরের কাজ করছেন। চরখয়রামারির বাসিন্দা অসীম খোষাল বলেন, “দু’মাস আগেই তৈরি হওয়া রাস্তা নদীতে তলিয়ে গেছে। যাতায়াতের সমস্যার সঙ্গে রয়েছে পানীয় জলেরও সমস্যা। প্রশাসন বহুবার ডাম্পিং, বালির বস্তা

গণিত-বিজ্ঞান মেলায় সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দিরে পড়ুয়াদের উদ্ভাবনী ভাবনা বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ার বার্তা

দূরস্বভাবা, রতন দে, বালুরঘাট, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ গণিত-বিজ্ঞান মেলায় সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দিরে পড়ুয়াদের উদ্ভাবনী ভাবনা বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ার বার্তা। এক হাতে মডেল অন্য হাতে তার ব্যাখ্যা। সামনে অতিথি পাশে সহপাঠী; তবু কোথাও জড়তা নেই। বিজ্ঞানের কোনও সূত্র কী ভাবে কাজ করে গণিতের জটিল ধারণা কী ভাবে সহজ করা যায় তা নিজেদের তৈরি মডেলের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে চলেছে খুঁদেরা। বালুরঘাটের বাদবন্দী (খ রাইল)-এর সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দিরে তাই বইয়ের পাতার বিজ্ঞান যেন নেমে এসেছিল বাস্তবের মধ্যে। উপলব্ধ গণিত-বিজ্ঞান মেলা ২০২৬। শুধু মডেল প্রদর্শন নয় এই মেলায় মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের সামনে খুলে দেওয়া হয়েছিল প্রশ্ন করার ভাবার এবং নিজের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দরজা। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরা হয়। কোথাও বিজ্ঞানের সূত্রের ব্যবহার, কোথাও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ভাবনা আবার কোথায় গণিতের জটিল বিষয়কে খেলার ছলে বোঝানোর চেষ্টা;পড়ুয়াদের সৃজনশীলতায় প্রাণ পায় গোটা আয়োজন। নিজেদের তৈরি মডেল নিয়ে অতিথি ও দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে তার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করে পড়ুয়ারাই। ফলে শিক্ষক বা বইয়ের উপর নির্ভর করে শুধু উত্তর মুখস্থ করার বদলে নিজেদের যুক্তি দিয়ে বিষয় বোঝানোর সুযোগ পায় তারা। মেলার অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল বিজ্ঞানকে গুপ্তমারি পাঠ্যবিষয় হিসাবে না দেখে দৈনন্দিন জীবন ও বাস্তব সমস্যার সঙ্গে তার যোগসূত্র তৈরি করা। অনুষ্ঠানে প্রধান



করে সত্য যাচাই করা। ছোট বয়স থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে সেই অনুসন্ধিৎসা তৈরি করা গেলে ভবিষ্যতে তারাই সমাজের বিভিন্ন সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজে বের করতে পারবে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের মেলায় মাধ্যমে পড়ুয়াদের প্রতিভা প্রকাশের পাশাপাশি দলগত ভাবে কাজ করা দায়িত্ব নেওয়া এবং নিজের ভাবনা অন্যের সামনে তুলে ধরার আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। পরীক্ষার নম্বরের বাইরেও পড়ুয়ারা যেন একটি বড় জগৎ রয়েছে, সেই ধারণাই পড়ুয়াদের মধ্যে তৈরি করতে চাওয়া হয়েছে। দিনভর খুঁদে পড়ুয়াদের উৎসাহ মডেল নিয়ে ব্যস্ততা আর একের পর এক প্রশ্নের মধ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন হয়ে উঠেছিল ছোট্ট বিজ্ঞানচর্চার। সেখানে সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী ছিল কোনও মডেল নয়; ছিল কৌতূ হলী চোখ প্রশ্ন করার সাহস এবং নিজের হাতে কিছু করে দেখানোর আনন্দ। সেই জাগ্রাৎ থেকেই আগামী দিনের বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্মের পথচলা শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

‘এগরোল খেতে-খেতে মণ্ডপে ঢুকে পড়ছে...’, পুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে বার্তা স্পষ্ট করলেন নির্গুণানন্দ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ একমাসের একটি বেশি সময় বাকি। তারপরই দুর্গাপূজো (২০২৬)। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম দুর্গাপূজা হবে। এর মধ্যেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেওয়া বার্তায় শুরু হয়েছে চর্চা। পুজোয় আমিষ খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তারা, এমনই ওজ্ঞন শুরু হয়। তারপরই আবার মুখ খোলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাঁদের দাবি, প্রতিমার কাছে যেন আমিষ না খাওয়া হয়। বজায় রাখতে হবে স্বচ্ছতা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মার্গ পদার্থক নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী বলেন, স্তব্ধার হয়েছে আমরা থিমের বিরোধী ইত্যাদি। এটা একদমই নয়। আমরা অবহমানকাল ধরে সৃজনশীলতার পক্ষপাতি। তবে, জুতো দিয়ে যে সমস্ত প্যাভেলন হচ্ছে, থিমের নামে আজান বাজানো হচ্ছে আর যে সমস্ত জায়গায় সনাতন সংস্কৃতি বিরোধী থিম তৈরি হচ্ছে, থিমের নামে মূর্তির নিজস্বতাকে



আমরা মানি। তাই এগরোল খেতে খেতে ঠাকুর দেখতে মণ্ডপে ঢুকে পড়ছে-এটা ঠিক নয়। আমরা বলেছি মণ্ডপের ভিতরে যেখানে বিগ্রহ রয়েছে সেখানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।’

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার এক, পুলিশের সাফল্য

দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ ডাকাতির পরিকল্পনা ভেঙে দিয়ে আগেই এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার চোষা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহজনক গতিবিধির অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ শুনে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে শনিবার রাতে পুলিশের একটি দল চোষা বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর ছিল, ওই এলাকায় এক ব্যক্তি



সন্দেহজনক ভাবে যোরাফারা করছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই এলাকায় নজরদারি শুরু করে পুলিশ। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে যোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের সন্দেহজনক ভাবে যোরাফারা করছে। সেই খবরের ভিত্তিতেই এলাকায় নজরদারি শুরু করে পুলিশ। অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে যোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর কথাবার্তা ও গতিবিধিতে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের

দাবার ছকে খুদে মেধার লড়াই বালুরঘাটে জেলা প্রতিযোগিতা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জেলা কৃতিত্বদ্যবর শ্রুত গেমস আ্যন্ত স্পোর্টসের উদ্যোগে আয়োজন খুদে দাবাড়ুদের উৎসাহ বিদ্যুৎ রায়ের সাদা-কালো

লুটির ছকে মেধা ধৈর্য আর কৌশলের ঝড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে বসেছিল খুদে দাবাড়ুদের আসর। ডিস্টিন্ট ক্যাপ্শন ফর স্কুল গেমস আ্যন্ত স্পোর্টস দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জেলা স্তরের দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৬।

প্রেক্ষার বিভিন্ন প্রান্তরে স্কুল পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দাবার বোর্ডে প্রতিপক্ষের চাল বুঝে পাঠা চাল দেওয়ার পাশাপাশি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা দেখা যায় পড়ুয়াদের মধ্যে। একপ্রতা ধৈর্য এবং কৌশল কর্মী-সমর্থকেরা।

দিয়ে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবই জলে চলে যাচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের কাছে আমরা চাই স্থায়ী সমাধান, কংক্রিটের বাঁধ” আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শিউলি সরকার বলেন, “সন্তানদের নিয়ে রাতে ঘুম হয় না। বাঁধ হওয়ার পরে ভেবেছিলাম আর ভাঙবে না। কিন্তু আবার ভেঙে গেল। অন্য জায়গায় জমি কেনার সামর্থ্য নেই। তাই বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে হচ্ছে। বিজেপি সরকারের কাছে আশা, তারা বিষয়টি ঠিক করে দেবে।” স্থানীয় বাসিন্দা সরস্বতী ঘোষাল বলেন, “যে ভাবে

গঙ্গা ভাঙছে তাতে খুব দৃশ্চিন্তায় আছি। খেলার মাঠটাও চলে গিয়েছে। সরকার বদলায় কিন্তু পরিস্থিতির বদল হয় না। বস্তা দিয়ে কাজ হবে না। পাকা কংক্রিট করে দিক।” এ বিষয়ে বলাগড়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন গুপ্তিপাড়া থেকে হাওড়ার উলুবেড়িয়া পর্যন্ত পুরো প্রকল্প রোডি করা হয়েছে। তাতে ৪০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা যেতে পারে। কিছু প্রসিডিওর বাকি আছে। গঙ্গার ভাঙন থেকে আমরা খুব শীঘ্রই মানুষকে মুক্তি দিতে পারব।” বিগত বার্ম ও ভূগমূল সরকারকে নিশানা করে সুমনা বলেন, “খালয়া ৩৪ বর ও ১৫ বছরের সরকার ছিল। যিনি এমপি অছেন তাঁর উচিত ছিল গুরুত্ব দেওয়া। তাঁরা কেনে দেখেননি জানি না। বিরোধীরা কুৎসা অপপ্রচার করছে। বিপদ সরকার ভাঙন রোধে কিছু করেনি, উল্টে গঙ্গা থেকে বালি-মাটি চুরি হয়েছে। আমরা সেটা রুখছি।”

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিদ্যুৎ পরিষেবায় বড় উদ্যোগ, তৈরি হচ্ছে ৬ নতুন সাব স্টেশন



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও নিরবচ্ছিন্ন করতে একাধিক নতুন সাব স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই কয়েকটি সাব স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কোথাও চালু হয়েছে পরিষেবা, কোথাও আবার চার্জ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি জায়গায় অস্থায়ী সাব স্টেশন তৈরি করে দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের মৌপীটেও নতুন সাব স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। জমি সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত মিটিয়ে সেখানে কাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে বলে বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে খবর। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেহালায় ভাঙত সেবাশ্রমের কাছে ১২.৬ মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার ক্ষমতার নতুন সাব স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে গড়িয়াতে ২০ এম ডি এ ক্ষমতার একটি সাব স্টেশন ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। আমড়াতলায় ৬.৩ এম ডি এ ক্ষমতার সাব স্টেশনে সম্প্রতি চার্জ দেওয়া হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা আরও বাড়বে। জয়নগর ও ক্যানিয়ারের মাঝামাঝি হেরোভাড়া ৬.৩ এম ডি এ ক্ষমতার একটি অস্থায়ী সাব স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সেটি চালু করার প্রস্তুতি চলছে। সুন্দরবনের ছোটমোন্সাগাতিতে ও একই ক্ষমতার একটি অস্থায়ী সাব স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেটি চালু করা হবে বলে জানা গিয়েছে।ক্যানিি এর জীবনতলার মৌখালিতেও ৬.৩

এম ডি এ ক্ষমতার একটি অস্থায়ী সাব স্টেশন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে, নতুন সাব স্টেশন গুলি চালু হলে তা অনেকটাই কমাবে বলে আশা করছে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সুন্দরবনের মৌপীটে। দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় নতুন সাব স্টেশনের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যন্ত এলাকার দূরের সাব স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হওয়ায় লোড বৃদ্ধি, ভোল্টেজের ওঠানামা এবং বড়-বৃষ্টির সময় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দখল দেয়। নতুন সাব স্টেশন তৈরি হলে এই সমস্যাগুলি অনেকটাই কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, এই সাব স্টেশনগুলির দাবি মানুষের দীর্ঘদিনের। এগুলি চালু হলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা মিটবে। কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে পরিষেবা চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে সেই সমস্যাও মিটে যাবে। এছাড়াও রায়দিঘির নন্দকুমারপুরে নতুন সাব স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে দ্রুত সেই সমস্যা মিটিয়ে নির্মাণকাজ শুরু করার চেষ্টা চলছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার শহর ও গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও উপকৃত হবেন। নতুন সাব স্টেশনগুলি চালু হলে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকাঠামো শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে বাড়তে থাকা বিদ্যুতের চাহিদাও সামাল দেওয়া সহজ হবে বলে মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

রায়দীঘিতে স্কুল ও মন্দিরের কাছে ‘মদের বার’! বিক্ষোভে মহিলারা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, রায়দীঘি, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ স্কুল ও মন্দিরের এত কাছে কীভাবে মদের বার চালু হল; এই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় মহিলারা। সরকারি নিয়মকানুন উপেক্ষা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনার আশপাশে মদের বার চালু করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতুরার পর ২ নম্বর ব্লকের রায়দীঘি বিধানসভার দ্বিধীরাপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপলার খোঁপ এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগে, এলাকায় চালু হয়েছে ‘সুমন রেস্টুরেন্ট কম বার’। বার চালু হওয়ার পর থেকেই সম্ভার পর এলাকায় অপরিচিত মানুষের আনাগোনা এবং মদ্যপদের উপস্থিতি বেড়েছে বলে অভিযোগতালৈ। এর ফলে এলাকার পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের দাবি, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থাপনার নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মদের দোকান বা বার চালুর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। তাপসের প্রঁকে আন্দোলকে ভর্তি করা হয়েছে এন। আর. এস. এই কাজ করতেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে যদি চিকিৎসার খরচা না করেন তাহলে এই অত্যাচ্যে খুব বিপদে পড়ে যাবেন। আর এই ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে যা যা পদক্ষেপ করার সচটা করতে হবে। তাই আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাই।’

৬০০-রও বেশি টেকনিশিয়ানের দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্প উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে বিশেষ উদ্যোগ



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ IGNITE আয়োজন করতে চলেছে একটি উল্লেখযোগ্য Skill Development Initiative & Industry Seminar 2026, যার মূল লক্ষ্য ৬০০-রও বেশি টেকনিশিয়ানের বিশেষ প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একটি দক্ষ, সক্ষম এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কর্মশক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করা হবে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী তাপস রায়-এর সৌজন্যমূলক উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করবে। IGNITE-এর এই বিশেষ উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্প বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, স্থপতি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, শিক্ষার্থী, টেকনিশিয়ান এবং বৈদ্যুতিক, অটোমেশন ও প্রযুক্তি শিল্পের প্রতিনিধিরা একত্রিত হবেন। এছাড়াও Signify, Philips, Havells, Bajaj Electricals-সহ বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় সংস্থা ও ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। এনুষ্ঠানে থাকছে একটি আকর্ষণীয় Industry Seminar, Exhibition-cum-Workshop এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান বিনিময়মূলক সেশন। এর মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞ পেশাদার এবং ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আদান-প্রদানের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। আলোচ্যনার প্রধান বিষয়সমূহ ‘ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, ল্যান্ডস্কেপিং এবং ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ডিজাইন, Retrofit Bengal হেরিটেজ থেকে হাই-টেক প্রযুক্তির পথে, শিল্প ও উন্নয়নে পাওয়ার অটোমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা, উদীয়মান প্রযুক্তি ও ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী টেকনিশিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। Power Automation, Artificial Intelligence, Emerging Technologies এবং Skill Development-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে IGNITE-এর এই উদ্যোগ শিল্পের বর্তমান চাহিদা এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের মধ্যে একটি শক্তিশালী সেতুবন্ধন তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের আয়োজক টেকনিশিয়ানদের শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি নয়, বরং আধুনিক শিল্পের পরিবর্তনশীল চাহিয়ার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎমুখী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে। IGNITE Skill Development Initiative & Industry Seminar 2026 হতে চলছে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্প সহযোগিতার এক অনন্য মিলনমেলা;যা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

হাওড়া স্টেশনে সন্দেহজনক যুবকের ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে মিললো ২২.৬৪ কেজি গাঁজা



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ আরপিএফ-এর সাফল্য, হাওড়া স্টেশনে সন্দেহজনক যুবকের ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে মিললো ২২.৬৪ কেজি গাঁজা। আরপিএফের রিফার ডগ ‘মার্কেস’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এবং আরপিএফের তল্লাশিতে হাওড়া স্টেশন থেকে এক যুবকের ট্রলি ব্যাগ থেকে মিললো ২২.৬৪ কেজি গাঁজা। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্স থেকে ওই ২২.৬৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে আরপিএফ। ঘটনার রবিবার (২২) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, রবিবার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়া আরপিএফের সিআইবি ও স্থানীয় আরপিএফ যৌথ অভিযান চালায়। ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে সন্দেহজনক এক যুবকের ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ১১টি প্যাকেটে থাকা গাঁজা উদ্ধার হয়। অভিযানে আরপিএফের রিফার ডগ ‘মার্কেস’ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ধৃতের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও ব্যক্তিগত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরে ধৃত যুবক ও উদ্ধার হওয়া মাদক হাওড়া জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এনডিপিএস আইনে মানদা রুদ্ধ হয়েছে। পূর্ব রেলের দাবি, রেল চত্বরে মাদক পাচার-সহ অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

NRS হাসপাতালের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুললেন কুণাল ঘোষ



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,০ ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। এন. আর. এস.-এর বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, গলগুড়ায় স্টোন অপারেশন করতে ভর্তি হন এক রোগী। তাঁর স্টোনের অপারেশনের বদলে অ্যাপেনডিস্কটের অস্ত্রপচার হয়। সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এমনই মারাত্মক অভিযোগ বেলেঘাটার বিধায়কের। কুণালের ঘোষে দাবি, অসুস্থ রোগীর নাম গোপাল পোড়েল। বয়স ৪৭। তিনি একশো দিনের কাজ করেন। তাঁরই গলগুড়াজেরে স্টোন হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি সেটে বাথার সমস্যায় ভুগছিলেন। তারপর এন. আর. এস.-এ ভর্তি হতেই অভিযোগ অ্যাপেনডিস্কটের অস্ত্রপচার করা হয়। কুণাল ঘোষ বলেন, ‘ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। আমরা বেলেঘাটা কেন্দ্রের বাসিন্দা গোপাল পোড়েল। তার বয়স ৪৭। তিনি একশো দিনের কাজ করেন। তাঁর গলগুড়াজেরে স্টোন হয়েছিল। পেটে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। ডাক্তার ভুল করে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করেছেন। গলগুড়াজেরে স্টোনের অপারেশন করেননি। এরপর উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর প্রঁকে আন্দোলকে ভর্তি করা হয়েছে এন। আর. এস. এই কাজ করতেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে যদি চিকিৎসার খরচা না করেন তাহলে এই অত্যাচ্যে খুব বিপদে পড়ে যাবেন। আর এই ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে যা যা পদক্ষেপ করার সচটা করতে হবে। তাই আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাই।’

মহিলাকে নজরে রেখেছিল বিএসএফ, পাকড়াও হতেই ফাঁস রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ৩০ আগস্টঃ অনেক দিন ধরেই নজরে ছিলেন মহিলা। পরে বিএসএফ দেখল তারা যা সন্দেহ করেছিল তাই! এরপরই হাটোতে পাকড়াও। সীমান্তে ১৫ কেজি ৬০৭ গ্রাম সোনা উদ্ধার বিএসএফ-এরা। বাজারের আনুমানিক ২৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। বিএসএফের হাতে আটক ওই মহিলা পাচারকারী। নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের বড়সড় সোনা পাচারের স্টেপা বানচাল করল বিএসএফ। বানপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিনায় চালিয়ে এক মহিলাকে আটক করেন বিএসএফের ৬২ নম্বর বাটেলিয়নের জওয়ানরা। বিএসএফ সূত্রে খবর, দীর্ঘক্ষণ নজরদারির পর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে ওই মহিলাকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় মোট ১৫ কেজি ৬০৭ গ্রাম সোনা। বিএসএফের দাবি, উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। সোনা পাচারের ঘটনায় ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন বিএসএফ অধিকারিকরা। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথা থেকে সোনা আনা হয়েছিল এবং কোথায় তা পাচারের পরিকল্পনা ছিল-তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সীমান্তে চোরাতালান রুখতে বর্তমানে নজরদারি আরও জোরদার করেছে বিএসএফ। এই বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের ঘটনায় ফের সক্রিয় কোনও বড় পাচারচক্রের হদিস মিলতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। যার কারণে ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পরবর্তীকালে অভিযুক্তকে কৃষ্ণগঞ্জ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিএসএফের তরফে।

মন্দির থেকে ‘উধাও’ বিষ্ণু-শীতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ আগস্টঃ শনিবার রাতের সব টিক ছিল। সকলে এসেছেন, পূজো দিয়েছেন সব করেছেন। তবে রবিবার সকালে উঠে রাস্তায় বেরতেই মাথায় হাত। একী করে সবরা মন্দির থেকে ‘উধাও’ শীতলা, বিষ্ণু। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। রাতের অন্ধকারে রীতিমতো মন্দির, বিগ্রহ থেকে সব গননা চুরি। শুধু তাই নয়, এমনকী, থালা-বাসন-কাঁসা-পিতলের সব জিনিস উধাও হয়েছে বলে খবর। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকানার ঘটনা। চন্দ্রকানা টাউন থানার মানিককুণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের মড় গ্রামের বিষ্ণুমন্দির এবং শীতলা মন্দিরে চুরির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মন্দিরের বিগ্রহ, গহনা এবং কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র চুরি হয়েছে। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে চন্দ্রকানা টাউন থানার ক্ষীরপাই ফাঁড়ির পুলিশ। পরার দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়।

নামেই আখমুড়া, গ্রামে আখের দেখা নেই

বিশেষ প্রতিনিধি

গ্রামের নাম আখমুড়া। নামের মগ্ধেই লুকিয়ে রয়েছে তার অতীত পরিচয়। এক সময়ে যে গ্রামের খেতে দেখা যেত শুধু আখ আখ শুধু। শীত এসেই আখ হতো গুড় তৈরির তোড়জোড়। গোরুর গাড়িতে দূরদূরান্তে যেত আখ। ফিরত গুড়ের কলসি। অখচ, সেই আখমুড়াতেই এখন আখচায়ের চিহ্নটুকুও নেই। বরং চড়া দামে বাজার থেকে চিনি ও গুড় কিনতে হচ্ছে গ্রামের মানুষকে। এক সময়ের সমৃদ্ধ আখচাষ এখন কোন শুধুই নস্টালজিয়া। কেশপুরের আনন্দপুর থানার তমাল নদীর তীরে ছোট গ্রামটির আসল নাম ‘আউসবেড়িয়া’। এক সময়ে গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবার আখ চাষ করত। সেই কারণে লোকমুখে গ্রামের পরিচিতি হয়ে ওঠে ‘আখমুড়া’। উর্বর জমি, আখের বিপুল খেত আর গুড় তৈরি- সব মিলিয়ে আখই ছিল গ্রামের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভরসা। গ্রামের প্রবীণ পরেশ ঘোষের স্মৃতিতে এখনও স্পষ্ট সেই সব দিন। তাঁর কথায়, “আগে গ্রামের বেশিরভাগ পরিবার আখ চাষ করত। যাদের ভেগি ছিল, তারা ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমিতে আখ লাগাতো। যাদের জমি ছিল না, তারাও অন্যের জমি ভাগে নিয়ে চাষ করত। যে দিকেই তাকাতো, শুধু আখ আর আখ।” তখন আখচায়ের জন্য মোটেরগাড়ি ছিল না। গোরুর গাড়িতে করে দূরদূরান্তে আখ নিয়ে যাওয়া হতো। কেউ সরাসরি আখ বিক্রি করতেন, আবার কেউ আখ পেশাই করে রস বের করে গুড় তৈরি

বাসকর্মীদের বিক্ষোভে কালনা-বর্ধমান রুটে বন্ধ পরিষেবা, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩০ আগস্টঃ নেই নিরাপত্তা। কোনও কর্মী দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে মালিক কোনও দায়ও নেন না। সঙ্গে রয়েছে ই-রিকশাচালকদের দৌরাড্যা। এমনই নানা অভিযোগে রবিবার সকাল থেকে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখলেন পূর্ব বর্ধমানের কালনা-বর্ধমান রুটের বিক্ষুব্ধ বাসকর্মীদের একাংশ। ঘটনায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা। কালনা-বর্ধমান বাসের রুটে প্রতিদিন অন্তত ৫০ থেকে ৬০টি বাস যাতায়াত করে। বহু মানুষ প্রতিদিন এই বাস ধরে যাতায়াত করেন। কিন্তু, বাসকর্মীদের নূনতম নিরাপত্তা বা সুরক্ষা নেই বলে অভিযোগ কর্মীদের একাংশের।

লকডাউনে হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করে প্রথম উপার্জন বৃদ্ধাশ্রমের মানুষদের হাতে উপহার তুলে দিল ওরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩০ আগস্টঃ জীবনের প্রথম উপার্জন নিয়ে অনেকেরই অনেকরকম স্বপ্ন থাকে। ওদেরও ছিল। যদিও ওদের বয়সটা উপার্জনের নয়। কেউ ক্লাস এইটে পড়ে, কারও আবার ক্লাস টেনে বয়স কম হলেও, এমন মন কতজনের



হয়? করোনাকালে স্কুলের উদ্যোগে নিজের হাতে কিছু জিনিস তৈরি করেছিল তারা। পরে তা স্কুলের উদ্যোগেই বিক্রি করে টাকা উপার্জন করেছিল। কিন্তু খরচ করেনি। সেই উপার্জনের টাকাই এবার হাসি ফোটাল অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়াল বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ হাই স্কুল। সীমান্ত লাগোয়া এই স্কুলের বেশিরভাগ ছাত্র ছাত্রীই অত্যন্ত গরিব পরিবারের। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ফাস্ট জেনারেশন লার্নার। জানা গিয়েছে, লকডাউনের সময় স্কুল বন্ধ

ছিল। সেইসময় পড়ুয়াদের স্কুল থেকে কিছু টাঙ্ক বা কাজ দেওয়া হয়েছিল। যেমন নিজের হাতে বিভিন্ন ধরনের গয়না তৈরি করা। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার পর স্কুল শুরু হয়। পড়ুয়ারা তাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র স্কুলে নিয়ে আসে। তাদের হাতের কাজ দেখে উচ্ছ্বসিত

হন শিক্ষকেরা। ২০২৬ সালে স্কুলের তরফে বিদ্যালয় প্রদ্বনে আনন্দ মেলায় আয়োজন করা হয়। কয়েকদিন ধরে ওই মেলা চলে। মেলায় প্রচুর ভিড় হয়। পড়ুয়াদের হাতে তৈরি জিনিস ভালই বেচা-কেনা হয়। তার থেকে অর্থও উপার্জন হয়। পড়ুয়ারা সিদ্ধান্ত নেয়, ওই টাকা তারা অঘাচিত খরচ করবে না। জমিয়ে রাখবে। লাভের টাকা দিয়ে তারা সামাজিক কাজ করবে। সেই মতোই, পূজোর মুখে স্কুলের সাহায্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। ওই উপার্জনের টাকা

জঙ্গলে পড়ে রয়েছে নেহরুর বিশাল মূর্তি, হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের, ভাঙার অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ আগস্টঃ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মূর্তি ভাঙার অভিযোগ উঠল দুর্গাপুরে। শহরের ডিএসপি টাউনশিপের হর্ষবর্ধন প্রাথমিক স্কুল লাগোয়া এলাকায় মূর্তিটি ছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, ক্রেন দিয়ে মূর্তিটি তুলে স্কুলের পাশের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে বিজিপি আশ্রিত দুক্কৃতীদের কাজ। কয়েক দশক ধরে এই মূর্তি রয়েছে এখানে। পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা সময়

পরে দুর্গাপুর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ‘আরকুলিপি জমা নেন কংগ্রেস কর্মীরা। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতৃত্ব দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। গ্রেপ্তার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস কর্মীরা। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, “বিজেপি আশ্রিত দুক্কৃতীদের কাজ। কয়েক দশক ধরে এই মূর্তি রয়েছে এখানে। পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা সময়

দিছি। এর মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে আন্দোলন হবে।” যদিও দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য,খোঁজ নিয়ে জানা যাবে, তুমুলও কংগ্রেসের কোনও গোষ্ঠী নেহরুর মূর্তি ভেঙেছে। বিধায়ক বলেন, “কংগ্রেসে তৃণমূল থেকে যোগ দেওয়া একটি গোষ্ঠী এ সব করেছে। নেহরুর মূর্তি ভাঙার পিছনে বিজেপি নেই। আমরাও দুক্কৃতীদের দৃষ্টান্তুলক শান্তি চাই।”

কোনও আবার আখ চিরিয়ে দাঁত ব্যথা হয়ে যেত।” মহিলাদেরও ছিল আলাদা ব্যস্ততা। সন্ধ্যা ঘোষ, প্রতিমা ভাণ্ডারীা বলেন, ‘আখের রস দিয়ে কত রকম যে পিঠে তৈরি হতো, তার হিসেব নেই।’ আজ সেই আখমুড়ায় আখ নেই, উদ্দেশ্যী, গুড় তৈরির ব্যস্ততা, গরম গুড়ের গন্ধ। বরং চিনি-গুড়ের দাম বাডার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় ফিরেছে হারিয়ে যাওয়া আখবাঘ। গ্রামের যুবক কার্তিক ভাণ্ডারী, নিরঞ্জন ঘোষদের কথায়, “আলু চাষ করতে করতে অনেকেই সর্বাঙ্গী। সরকার ও কৃষি দপ্তর যদি ফের আখচাষের প্রশিক্ষণ দেয়, ভালো বীজের ব্যবস্থা করে, তা হলে অনেকেই আবার আখচাষে ফিরতে পারেন।”

কোনও আবার আখ চিরিয়ে দাঁত ব্যথা হয়ে যেত।” মহিলাদেরও ছিল আলাদা ব্যস্ততা। সন্ধ্যা ঘোষ, প্রতিমা ভাণ্ডারীা বলেন, ‘আখের রস দিয়ে কত রকম যে পিঠে তৈরি হতো, তার হিসেব নেই।’ আজ সেই আখমুড়ায় আখ নেই, উদ্দেশ্যী, গুড় তৈরির ব্যস্ততা, গরম গুড়ের গন্ধ। বরং চিনি-গুড়ের দাম বাডার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় ফিরেছে হারিয়ে যাওয়া আখবাঘ। গ্রামের যুবক কার্তিক ভাণ্ডারী, নিরঞ্জন ঘোষদের কথায়, “আলু চাষ করতে করতে অনেকেই সর্বাঙ্গী। সরকার ও কৃষি দপ্তর যদি ফের আখচাষের প্রশিক্ষণ দেয়, ভালো বীজের ব্যবস্থা করে, তা হলে অনেকেই আবার আখচাষে ফিরতে পারেন।”

E-TENDER NOTICE

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাশ্বা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১০০১
ফোন: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/২২/১৩ ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৩৩০ www.hmcgov.in
নং.- WB-HMC/NIT/ED/13/EE-II/26-27 তারিখ:- ২৫.০৮.২০২৬
ই-দরপত্র বিক্রান্তি (২য় অধঃস)।
এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন সিমেট-কংক্রিট ও রিটিনাম কাজের মাধ্যমে সেরামত ও উন্নয়নের জন্য, সমাজতান্ত্রিক কাজে পথচারী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্মত ও প্রকৃত টিকদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্ম ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিক্রান্তি এবং EE-II নিয়োগ বা <https://wbteniders.gov.in> ওয়েবসাইটে থেকে পাওয়া যাবে। অনলাইনে বিড বা দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়: ১৯.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই কোনোভাবে আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
সেক্রেটারি হাওড়া পৌরনিগম
২৭.০৮.২৬

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাশ্বা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১০০১
ফোন: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/২২/১৩ ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৩৩০ www.mymjc.in
সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিক্রান্তি।
এইচএমসি নির্ধারিত প্রক্রানী এইচএমসি-র বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৮টি সিমেটিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। যাত্রী সরাসরীদের পান কাঠ, ট্রেড শাইকেল, টিকপার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং হালাপাল ডিএসসি সার্টিফিকেট ও রিটিন (বর্তমান ফোর্মস), পিটিসি, অটোপিস ও কার্ডের অভিজ্ঞতার প্রমাণসহ সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে। এনআই নং: WB-HMC/NIT/ED-009/I/2026-27 তারিখ: ২৫.০৮.২০২৬, অনলাইনে দরপত্র জমা করার তারিখ: ২৫.০৮.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ: ১৫.০৯.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত। এনআই নং: WB-HMC/NIT/ED-010/I/2026-27, তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬, অনলাইনে দরপত্র জমা করার তারিখ: ২৭.০৮.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ: ১৯.০৯.২০২৬, সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত।
দরপত্র জমা দেওয়ার <https://wbteniders.gov.in>
৬৫৫(৩)/২৬-২৭
২৭.০৮.২৬

বাসকর্মীদের পূজোর বোনাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে হবে। অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। রবিবার এআরটিও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন বাসকর্মীরা। প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে তাঁদের এই দাবিগুলি জানিয়েছেন বাসকর্মীরা। এ বিষয়ে বর্ধমান জেলা বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জানকীরঞ্জন সিনহা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের কী দাবি আছে সেটা বাস মালিকদের জানাতে হবে। অহেতুক বাস বন্ধ রাখা যাবে না। আরটিও-র আধিকারিকদের সঙ্গে বাস শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সোমবার থেকে পুরো দমে বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফলে বাসকর্মীদের আয়ও আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে কর্মবিরতি। বাসকর্মীদের দাবি, ভাইভার ও খালসি-সহ সমস্ত

আদ্রা স্টেশনের লিফটে বিপত্তি দমবন্ধ পরিস্থিতিতে ৩ ঘণ্টা ভিতরে আটকে শিশু-সহ মহিলা যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ আগস্টঃ পুরুলিয়া জেলার আদ্রা স্টেশনের লিফটে বিপত্তি। লিফটের ভিতরে প্রায় ৬ ঘণ্টা আটকে পড়লেন যাত্রীরা। পরে সকলকেই



বের করে আনা হয়েছে। লিফট পরিষেবার অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা। জানা যায়, আজ সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ আচমকাই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আদ্রা স্টেশনের ৬ ও ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের লিফট মাঝপথে আটকে যায়। সেই সময়ে লিফটের ভিতরে ছিলেন একটি শিশু-সহ একাধিক মহিলা যাত্রী। দীর্ঘক্ষণ লিফটের দরজা না খোলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেল প্রশাসনের আধিকারিক এবং আদ্রা আরপিএফ-এর জওয়ানেরা। যাত্রীদের নিরাপদে লিফট থেকে বের করে আনার জন্য শুরু হয় তৎপরতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের সিনিয়র ডিসিএম বিকাশ কুমার-সহ অন্যান্য আধিকারিক। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেই রেল প্রশাসন ও আদ্রা আরপিএশ-এর পক্ষ থেকে লিফটের ভিতরে আটকে থাকা যাত্রীদের কাছে জলের বোতল ও বিস্কুট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রেলের ইঞ্জিনিয়ার ও আরপিএফ জওয়ানদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় অবশেষে প্রায় তিন ঘণ্টা পর লিফটের দরজা খুলে আটকে থাকা যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনা সম্ভব হয়। এক যাত্রী বর্ণনা দাস বলেন, “আমরা সাভটা থেকে লিফটের ভিতরে আটকে। এখন প্রায় পৌনে দশটা বাজে। প্রথম দিকে বুঝি কষ্ট হচ্ছিল। পরে জল দেওয়ার পরে একটু ঠিক হয়।” ঘটনাকে ঘিরে আদ্রা রেল স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

আদ্রা স্টেশনের লিফটে বিপত্তি

দমবন্ধ পরিস্থিতিতে ৩ ঘণ্টা ভিতরে আটকে শিশু-সহ মহিলা যাত্রীরা

হয়। তবে যাত্রীদের নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত লিফট পরিষেবায় কেন এমন দীর্ঘস্থায়ী যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিল এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ক্রত পরিষেবা সচল করতে আরও



কার্যকর ব্যবস্থা কেন নেওয়া গেল না ? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

The Executive Engineer (Water Supply)/MGPS & WPS, KMC invites e-Tender online in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/WS/MGPS/06/2026-27
Name of the Work: **Supply, delivery and replacement of Hydraulic packing at different Pump Units at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 4,83,328.23.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time for Bid submission (Online): **21.09.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: <https://etender.wb.nic.in>

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/VI/062/003/2026-2027/D
Name of the Work: **Restoration of damaged and depressed Paver block footpath along Rafi Ahmad Khidwai Road and other places in Ward No.-62.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,90,562.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
(2) NIT No.: KMC/VI/062/004/2026-2027/D
Name of the Work: **Restoration of I.P. passage and concrete surface disturbed by CESC Ltd. and Natural Wear and Tear near Premises No. 108 Aga Mehdi Street, 4A A. K. Md Siddiqui Lane, 13 No. Nawab Abdul Rehman Street etc. in Ward No.-62.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,98,245.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **40 days.** Last date and time of submission of Bid: **12.09.2026 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender open date and time: **15.09.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **01.09.2026 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: <http://etender.wb.nic.in> (For Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC invites e-Tender for the following works:
(1) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/27R/2026-27
Name of Work: **Fabrication and erection of M.S structural shed over two nos. oil type 1000KVA Transformers of WTP-IV at GRWW.** Estimated Amount: **₹ 2,50,571.00.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.**
(2) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/19R/2026-27
Name of Work: **Renovation of 10 MT auxiliary EOT Crane by replacing worn out spare parts with ancillary installation, testing and commissioning work at CWPS-IV, GRWW.** Estimated Amount: **Quotation. Earnest Money: ₹ 10,000.00.** Period of Completion: **14 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **14.09.2026 at 2 p.m./16.09.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website <https://wbteniders.gov.in> (For Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Water Supply)/S.S. Unit, KMC invites e-Tender online system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-130/05/26-27/B5/43
Name of Work: **Restoration of filter water pipeline and related works at P-71C, P-78 Unique Park, 57**

জমিতে যেতে ভয়! সীমান্ত-চাষিদের নিরাপত্তার দাবিতে শাহকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩০ আগস্টঃ কাটাটারের ও পারে গিয়ে চা-বাগান বা জমিতে কাজ করতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বাসিন্দারা। চলতি মাসে চাউলহাটির তসাপাদার বাসিন্দা দীপঙ্কর গোপের ঘটনার পরে চাষিদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছে। এ বার সেই আতঙ্ক দূর করতে চাষিদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিল ক্ষুদ্র চা-চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন ‘সিস্টা’। সংগঠনের

সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, “আগে কৃষকরা কাটাটারের ও পারে কাজ করতে গেলে নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে বিএসএফ জওয়ান থাকতেন। এখন সেটা দেখা যায় না। সেই কারণেই দুক্কৃতীরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই বিষয়টিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছি আমরা।” বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রঞ্জিত রবিদাস বলেন, “ভারতের চাষিরা খুব আতঙ্কে

রয়েছেন। আমরা ভারতীয় কৃষকদের নিরাপত্তা দাবি করছি।” একই বক্তব্য সীমান্তবাসী মিজানুর রহমানের। তাঁর সংযোজন, “কাটাটারের ও পারে

গিয়ে আমাদের চাষ করতে অনেক সমস্যা হয়। সরকার ক্রত সমস্যার সমাধান করুক।” কাটাটারের ও পারে নিজের জমিতে কাজ করতে গিয়ে ভারতীয় চাষিদের উপরে দুক্কৃতী-হামলার ঘটনা নতুন নয়। তবে সীমান্তবাসী জানিয়েছে, ২০২৪ থেকে এই প্রবণতা আরও বেড়ে গিয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় চাষিদের অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে সে দেশের আটকে রাখার মতো ঘটনা। ২০২৫-এর ১৬ এপ্রিল কেচবিহারের শীতলখুটির কৃষক উকিল বর্মন কাটাটারের ও পারে ভারতীয় ভূখণ্ড চাষের কাজে গিয়ে



অপহৃত হন। অভিযোগ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) তাঁকে অনুপ্রবেশকারী দেখিয়ে সে দেশের আদালতে হাজির করিয়ে জেলে পাঠায়। ২৯ দিন পরে ভারত সরকার উকিলকে দেশে ফেরায়। একই ভাবে ২০২৪-এর ২৫ জুলাই জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা়র কুকুজান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা হাসান আলি কাটাটারের ও পারে মাছ ধরতে গেলে বাংলাদেশের দুক্কৃতীরা তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে। পরে বিএসএফ গিয়ে হাসানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এমন উদাহরণ কম নেই। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিকতম ঘটনায় ক্ষুদ্র চা-চাষি দীপঙ্কর এখনও বাংলাদেশেই আটক রয়েছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT The Director General (S&D), KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: NIT No.: MDPS/BANGURSTP/LTG/12/26-27 (1st Call) Name of the Work: Replacement of 1 no broken tubular pole & 1 no new pole along with necessary lighting arrangement near areation tank of Bangur STP under MDPS. Estimated Amount: ₹ 2,34,308.00. Earnest Money: ₹ 4,700.00. Period of Completion: 15 Days. Last date and time of submission of Bid: 10.09.2026 upto 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 01.09.2026 (5 p.m.) from the website: https://www.wbtenders.gov.in For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed. The Executive Engineer (Water Supply)/MGPS & WPS, KMC invites e-Tender online in two bid system for the following work: NIT No.: KMC/WS/MGPS/06/2026-27 Name of the Work: Supply, delivery and replacement of Hydraulic packing at different Pump Units at Mullick Ghat Pumping Station. Estimated Amount: ₹ 4,83,328.23. Earnest Money: ₹ 9,700.00. Period of Completion: 365 Days. Last date and time for Bid submission (Online): 21.09.2026 at 2 p.m. The bid forms and other details will be available shortly from the website: https://etender.wb.nic.in The Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/VI/062/003/2026-2027/D Name of the Work: Restoration of damaged and depressed Paver block footpath along Rafi Ahmad Khidwai Road and other places in Ward No.-62. Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ 2,90,562.00. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 45 days. (2) NIT No.: KMC/VI/062/004/2026-2027/D Name of the Work: Restoration of I.P. passage and concrete surface disturbed by CESC Ltd. and Natural Wear and Tear near Premises No. 108 Aga Mehdi Street, 4A A. K. Md Siddiqui Lane, 13 No. Nawab Abdul Rehman Street etc. in Ward No.-62. Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ 2,98,245.00. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 40 days. Last date and time of submission of Bid: 12.09.2026 upto 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Tender open date and time: 15.09.2026 – 5 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from 01.09.2026 (From 5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2). The website: http://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2). The Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC invites e-Tender for the following works: (1) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/27R/2026-27 Name of Work: Fabrication and erection of M.S structural shed over two nos. oil type 1000KVA Transformers of WTP-IV at GRWW. Estimated Amount: ₹ 2,50,571.00. Earnest Money: ₹ 5,100.00. (2) NIT No.: EE/GRWW/PH-IV/19R/2026-27 Name of Work: Renovation of 10 MT auxiliary EOT Crane by replacing worn out spare parts with ancillary installation, testing and commissioning work at CWPS-IV, GRWW. Estimated Amount: Quotation. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 14 days (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): 14.09.2026 at 2 p.m./16.09.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website https://wbteniders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2). The Executive Engineer (Water Supply)/S.S. Unit, KMC invites e-Tender online system for the following works: (1) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-130/05/26-27/B5/43 Name of Work: Restoration of filter water pipeline and related works at P-71C, P-78 Unique Park, 57	Netaji Subash Road, 27 Siddhinath Chatterjee Road and other different locations in Ward No.-130, Br.-XIV. Estimated Amount: ₹ 2,56,986.83. Earnest Money: ₹ 5,200.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of submission of Bid: 16.09.2026 – 1 p.m. Tender will be opened on: 18.09.2026 – 2 p.m. (2) NIT No.: KMC/WS/EE/SSUW-122/110/26-27/M2/44 Name of Work: Repairing of leakages, cut and flush and allied works for improvement of water near 1210, 400, 108/5A, 230/2/1, 605A, 108/4/4, 1000A, 220/3A, 375/1 M. G. Road etc. in Ward No.-122, Br.-XIII. Estimated Amount: ₹ 1,67,577.05. Earnest Money: ₹ 3,400.00. Period of Completion: 21 days. Last date and time of submission of Bid: 16.09.2026 – 2 p.m. Tender will be opened on: 18.09.2026 – 3 p.m. (3) NIT No.: KMC/WS/EE/SSUW-122/09/26-27/D2/42 Name of Work: Repairing of HSC, ferrule, fittings and allied works at Hem Chandra Mukherjee Road, Kalipada Mukherjee Road etc. for execution of S&D's work in Ward No.-122, Br.-XIII. Estimated Amount: ₹ 2,75,912.58. Earnest Money: ₹ 5,600.00. Period of Completion: 60 days. (4) NIT No.: KMC/WS/EE/SSUW-117/01/26-27/G.M-2/45 Name of Work: Repairing and maintenance of F/W supply works for R/Main & S/Main pipe line leakages near (1) 230 & 72/2, S. N. Roy Road (2) 374, R. B. Road (3)

বলিউড অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া

ভুগছেন ডিসক্যালকুলিয়ায়

বলিউড অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া জানিয়েছেন, তিনি ডিসক্যালকুলিয়ায় ভুগছেন। এটি একধরনের শেখার সমস্যা, যার কারণে সংখ্যা বোঝা, হিসাব করা কিংবা সংখ্যাসংক্রান্ত তথ্য প্রক্রিয়া করতে অনেকেরই অসুবিধা হয়। এই সমস্যার কারণেও অর্থকড়ি ও বিনিয়োগের হিসাব সামলানোও তাঁর জন্য কঠিন। তবে এ ক্ষেত্রে পরিবারের কাছ থেকে নিয়মিত সহযোগিতা পান তিনি। বিশেষ করে তাঁর বাবা তাঁর আর্থিক বিষয়গুলো দেখভালে সাহায্য করেন।

সম্প্রতি আর্থিক সচেতনতা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই সমস্যার কথা জানান তারা। অভিনেত্রী বলেন, ছোটবেলা থেকেই সংখ্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা খুব একটা স্বচ্ছদের নয়। টাকাপয়সার হিসাব কিংবা বিনিয়োগের মতো বিষয়েও তাঁকে বাড়তি সতর্ক থাকতে হয়।

তবে এ নিয়ে আড়াল করার কিছু দেখেন না তারা। বরং নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশে বলে এমন একটি শেখার সমস্যার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে চেয়েছেন, যেটি ডিসলেক্সিয়ার তুলনায় অনেক কম পরিচিত। আমার বাবা আমার অর্থকড়ি সামলাতে সাহায্য করেন’ নিজের আর্থিক বিষয় সামলানোর প্রসঙ্গে তারা বলেন, ‘আমি ভাগ্যবান,

কারণ আমার বাবা আমার অর্থকড়ি সামলাতে সাহায্য করেন।’

অভিনেত্রী জানান, শুধু বাবাই নয়, তাঁর পেশাদার দলের সদস্যরাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে অ্যাকাউন্টস টিম তাঁর আর্থিক বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি দেখে। তারা বলেন, ‘আমি যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার শেখার সমস্যা আছে। এটি গণিতসংক্রান্ত একটি শেখার সমস্যা, যার নাম ডিসক্যালকুলিয়া। আমি চেষ্টা করি, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই ভুল করে ফেলি। তাই আমার দলের সাহায্য প্রয়োজন হয়। আমার অ্যাকাউন্টস টিম প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে দেখে।’ডিসক্যালকুলিয়ার কারণে দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে সংখ্যার হিসাব করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যোগ-বিয়োগ বা গাণিতিক হিসাব থেকে শুরু করে টাকা গোনা, মূল্য বোঝা, বিল পরিশোধ কিংবা আর্থিক পরিকল্পনার মতো কাজেও সমস্যার পড়তে পারেন আক্রান্ত ব্যক্তিরা। তবে এর প্রভাব ব্যক্তিভেদে আলাদা হতে পারে।

বিনিয়োগ নিয়েও শিখছেন

অর্থকড়ি সামলানোর পাশাপাশি বিনিয়োগ নিয়েও আগ্রহী তারা। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর বিনিয়োগের ধরন বৈচিত্র্যময় রাখার চেষ্টা করছেন। একই



সঙ্গে অভিজ্ঞ বন্ধুদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন। তারা বলেন, ‘আমার বিনিয়োগের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যময়। যেতে যেতে শিখছি। এসব বিষয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি, যাদের এ বিষয়ে ভালো ধারণা আছে। আমি বাড়ি খুব পছন্দ করি এবং বাড়িতে বিনিয়োগ করতেও ভালোবাসি।’অর্থাৎ সংখ্যার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত লড়াই থাকলেও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখেননি তারা। বরং নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝে বিশ্বস্ত মানুষদের সহায়তা নিয়ে আর্থিক বিষয়গুলো সামলাচ্ছেন।

‘টল্লিক’-এর পর আলোচনায়

সম্প্রতি বর্ষ অভিনীত ‘টল্লিক: আ ফেমারি টেল ফর গ্রোন-আপস’ ছবিতে অভিনয় করেছেন তারা সুতারিয়া। ছবিতে তাঁর অভিনয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে বড় পরিসরে দর্শকের সামনে নতুনভাবে হাজির হয়েছেন তিনি। এর আগে কান চলচ্চিত্র উৎসবের ২০২৬ সালের ‘উইমেন ইন সিনেমা’ গ্যালারিও সম্মানিত হয়েছেন তারা। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আলোচনায় এসেছেন তিনি।

এখন পরিস্থিতি সত্যিই নির্মম, তাই বর্তমান প্রজন্মের মেয়েদের জন্য আমার খারাপ লাগে

ইভাস্থিতিতে প্রায় দুই দশক কাটিয়ে ফেলেছেন কাজল আগরওয়ালা। দক্ষিণের পাশাপাশি বলিউডি সিনেমার দুনিয়ায়ও নিজের জমি পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অভিনয়জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা ভাগ করে নিয়েছেন কাজল। জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে অভিনেত্রীদের এখন নিখুঁত দেখানোর চাপ অনেক বেশি। বর্তমানে ‘দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি’র মুক্তির অপেক্ষায় আছেন কাজল।

চেতন ডিকে পরিচালিত ছবিটিতে কীটনাশকনির্ভর কৃষি আর খাদ্যদ্রব্যে ভিল্ল মিশ্রণের ফলে সমাজে এর বাজে প্রভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ছবিতে কাজলকে আইনজীবীর পোশাক গায়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের লড়াইয়ে নামতে দেখা যাবে।বাস্তব ঘটনার আধারে নির্মিত এ ছবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই ছবির কাহিনীকে ঘিরে গবেষণার তথ্যগুলো জানার পর বুঝতে পারি, আমরা অনেক সময় নিজেদের ছোট্ট জগতেই সীমাবদ্ধ রাখি। তখন মনে হয়েছিল, এই বিষয়টি সবার সমনে তুলে ধরা দরকার। কারণ, সচেতনতা দৈরি হলেই মানুষ এ নিয়ে ভাববে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এটি আমার জন্য চোখ খুলে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। বাস্তবতাটা খুবই অস্বস্তিকর।’

কাজল আরও বলেন, ‘এই সিনেমার গল্প আমাকে ব্যক্তিগতভাবেও অনেক বদলে দিয়েছে। অনেক রাত ঘুমাতে পারিনি। বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতাম।



নিরাপদ খাবার কেনার বিষয়ে আরও সতর্ক হয়েছে। এমনকি বন্ধুদেরও বলেছি, শুধু দেখতে ভালো



বলে কোনো দোকানকে বিশ্বাস না করে পণ্যের অন্বেষণের সিল বা মান যাচাই করে নিতে।’গ্ল্যামার নিয়ে নিজের জীবন, তিনি যখন অভিনয় শুরু করেছিলেন, তখন চলচ্চিত্রজগতের পরিবেশ ছিল একেবারেই ভিন্ন, ‘সেই সময় সামাজিক মাধ্যম ছিল না। বাইরের মানুষের অতিরিক্ত বিচারও ছিল না। বিমানবন্দরে কী পোশাক পরে যাচ্ছেন, তা নিয়ে জবাবদিহি করতে হতো না।

নিজের মতো করেই কোথাও যাওয়া যেত, বিমানবন্দরেও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করা যেত। সম্পূর্ণ সাজগোজ করে ভ্রমণ করা সহজ নয়। বিশেষ করে দীর্ঘ বিমানযাত্রার সময় আরামদায়ক থাকটাই গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যবশত তখন এসব বিষয় আমাকে সামলাতে হয়নি।’তবে নারী অভিনেত্রীদের ওপর নির্দিষ্ট সৌন্দর্যের মানদণ্ড মেনে চলার চাপ তখনো ছিল। তিনি বলেন, ‘সমালোচনা তখন অবশ্যই ছিল। তবে সেটা মূলত নির্মাতাদের কাছ থেকেই আসত। কেউ চাইতেন আমি একটু মোটা হই, কেউ চাইতেন আরও রোগা হই, এ

ধরনের নানা মন্তব্য শুনতে

হতেন। কিন্তু তখনো পরিস্থিতি তুলনামূলক সহজ ছিল। এতটা নিষ্ঠুর ছিল না। এখন পরিস্থিতি সত্যিই নির্মম। তাই বর্তমান প্রজন্মের মেয়েদের জন্য আমার খারাপ লাগে। আমি শুধু আশা করি, তারা নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকতে পারবে এবং নিজেদের জন্য জায়গা করে রাখতে পারবে।’ কাজল আরও জানান, তিনি সব সময় এমন পরিস্থিতি থেকে সরে আসার আত্মবিশ্বাস রাখতেন। শুধু সুযোগ পাওয়ার জন্য কোনো কিছুকে ‘হ্যাঁ’ বলতে তিনি কখনো বাধা বোধ করেননি। তাঁর মতে, সবকিছুতে সন্মতি দেওয়ার চেয়ে প্রয়োজন ‘না’ বলতে শেখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই কাজলের বিশ্বাস ছিল, কোনো কাজ হলে ভালো, না হলেও সেটি মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি তাঁর ছিল।।জলকে আগামী দিনে নিতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ ছবিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত শুধু প্রথম পর্বের শুটিং করেছি। আর অবশ্যই এতে লঙ্কার অংশ তুলনামূলকভাবে ছোট। আমি মন্দোদারীর চরিত্রে অভিনয় করছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার চরিত্রটিও খুব সীমিত।’ পর্দায় উপস্থিতি সীমিত হলেও এত বড় একটি চলচ্চিত্র প্রকল্পের অংশ হতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত কাজল, ‘সত্যি বলতে অভিজ্ঞতাটা অসাধারণ।

আর আমাদের হৃদয়ের এত কাছে একটি গল্পের অংশ হতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।’ ‘দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি’ ২৪ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

নেপালের চীন সীমান্তঘেঁষা রসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বান এবং ফ্ল্যাশ ফ্লাডের কারণে আটকে পড়েছিলেন খরাজ

বাংলাদেশের সিনেমা ‘শিকার’-এর শুটিং করতে গিয়ে নেপালে আটকা পড়েছেন অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়। নেপালের চীন সীমান্তঘেঁষা রসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বান এবং ফ্ল্যাশ ফ্লাডের কারণে তাঁরা আটকে পড়েছেন।

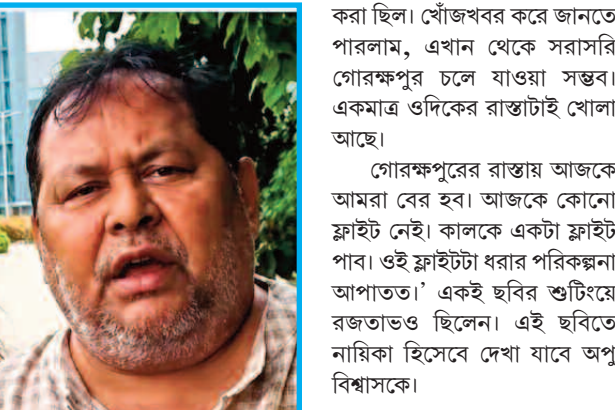
সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী প্রতিভা মুখোপাধ্যায়। শুটিং চলছিল রসুয়া জেলার দুর্গম এলাকায়। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি নদীতে জল বেড়ে যায়। এরপরই হড়পা বান ও ধসের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা। ভেসে যায় রাস্তা ও সেতুর একাধিক অংশ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্থানীয় অবকাঠামো।

এদিনের ঘটনার পর অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না তাঁর পরিবার। অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি নিরাপদে আছেন। ‘বাংলাদেশের একটি ছবির শুটিং করতে এসেছি ২০ আগস্ট। ২৬ তারিখ ফেবার কথা ছিল। বৃষ্টির কারণে আটকে পড়েছি। ভয়ংকর বন্যা। ফ্লাইটের



টিকিটও পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তায় যাওয়াত করার অবস্থা নেই। গোরখপুর থেকে ২৮ তারিখের প্লেন ধরে কলকাতা ফিরবা’ এ সময় খরাজ আরও বলেন, ‘বৃষ্টি প্রচণ্ড হচ্ছে, কালকে শুটিং

করছিলাম, ৫ ঘণ্টার মতো আমরা বৃষ্টির মধ্যে জঙ্গলে বসে ছিলাম। খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই ছিলাম। আমাদের ফেবার কথা ছিল, আজকে অর্থাৎ ২৭ তারিখ সকালে। কাঠমান্ডু থেকে। টিকিটও



‘মস্তিষ্কে টিউমার শোনার পর শ্বাস নিতে পারছিলাম না’

ফিলিপস সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘দুই বছর ধরে মানবমধ্যে বন্ধুদের বলতাম আমার মস্তিষ্ক যেন ঠিকমতো কাজ করছে না। শুরুতে ধরে নিয়েছিলাম, শারীরিক কোনো পরিবর্তনের কারণে হতে পারে। এ জন্য মেনোপজের আগের সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেছিলাম। তবে সব সময়ই মনে হচ্ছিল আমার মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছিল না।’

তবে ফিলিপস জানান, নিজের কাছে সব সময়ই সমস্যা মনে হতো। এরপর গত ফেব্রুয়ারিতে ফিলিপসের প্রাক্তন স্বামী চলচ্চিত্র নির্মাতা মার্ক সিলভারস্টেইন আবার চিকিৎসার পরামর্শ দেন। এই অভিনেত্রী জানান, এ সময় তিনি শরীরের এমআরআই করান।

সেই পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে গ্রেড-২ অলিগোডেনড্রোগ্লিওমা; এটি মস্তিষ্কের একটি বিরল ও ধীরে বেড়ে ওঠা টিউমার। ফিলিপস টিউমারের কথা জানালে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর কথায়, ‘টিউমার



শোনার পর শ্বাস নিতে পারছিলাম না, দ্রুত শ্বাস নিছিলাম।’ফিলিপসের টিউমার ধরা পড়ার ঘটনাটি আরও আবেগঘন হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে আরেক কারণ। তাঁর টিউমার ধরা পড়ার কয়েক দিন আগেই তাঁর সহ-অভিনেতা ও বন্ধু জেমস ত্যান ডার বিকের কোলন ক্যানসারে মৃত্যু হয়। কাছের বন্ধুর মৃত্যুর কথা সেই সময় তাঁকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।তবে

মানসিকভাবে ভেঙে পড়েননি। বন্ধু ও সহকর্মীরা ফিলিপসকে সাহস জুগিয়েছেন। যে কারণে এক মাস পরই তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয়। ফিলিপস বলেন, ‘মার্চে পাঁচ ঘণ্টা ধরে আমার অস্ত্রোপচার হয়। চিকিৎসকেরা আমার মস্তিষ্ক থেকে ২.৬ সেন্টিমিটার আকারের একটি পিণ্ড অপসারণ করেন। অস্ত্রোপচারের মাত্র দুই দিন পরই বাড়ি ফিরে যাই।



অস্ত্রোপচারের পর আমার অনুভূতি বদলে গেছে। এখন আমার মস্তিষ্ক ভাঙা মনে হয় না।’এত কিছুর পরও নিজের ভাগ্যকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন অভিনেত্রী। দ্রুত টিউমার

শনাক্ত হওয়া এবং চিকিৎসা পাওয়াকে বড় সৌভাগ্য মনে করে তিনি বলেন, ‘আমি কি বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবান মেয়ে?’

৪৭ বছর বয়সী বিজি ফিলিপসের আসল নাম এলিজাবেথ ফিলিপস। ১৯৯৯ সালে তিনি ‘অভিনয় শুরু করেন। তিন বছর পরই ‘ডুওনসন ফ্রিক’ সিরিজে অড্রে লিডেল চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পান তিনি। পরে ‘ফ্রিকস অ্যান্ড গিকস’, ‘কুগার টাউন’ ও ‘হোয়াইট চিকস’, ‘মেড অব অনার’ কাজগুলোতে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছেন।

এদিকে চিকিৎসা শেষে ফিলিপস ‘কুপারটিনো’ সিরিজ দিয়ে শুটিংয়েও ফিরেছেন। কিন্তু সিরিজটির শুটিং শুরুর কিছুদিন পরই ফিলিপস জানতে পারেন, তাঁর অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থানে স্ট্যাকিলোকক্সাস সংক্রমণ হয়েছে। এ কারণে ক্ষতস্থান পরিকার করার জন্য আবার অস্ত্রোপচার করতে হবে।

মহাসড়স্বরে এনএসএফ এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হলো পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়

দূরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৩০ আগস্ট: মানবসেবা, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়ে পথচলার দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন’ (NSF)। ৩০ আগস্ট, ২০২৬ রবিবারসরীয়া সকালে সংগঠনাটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ত্রিপুরা-সর্বত্রই দেখা গেল এক প্রাণবন্ত, সংবেদনশীল ও সচেতনতামূলক উদ্যোগের ছবি। শিক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, পথশিশুদের লালন এবং আত্মমানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে পালিত হলো এই বিশেষ দিনটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ইউনিটে এদিন সকাল থেকেই ছিল উৎসবের আমেজ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দেশের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং জাতীয় পতাকার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল পর্ব। নেতাজির আদর্শ ও সংস্থার কর্মধারা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার পাশাপাশি শিশুদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের পরিবেশকে দেয় এক অনন্য মাত্রা।

উদ্বোধনী সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, কুইজ প্রতিযোগিতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি হয় সেখানে। অন্যদিকে, কাকদ্বীপ ইউনিটের উদ্যোগে পুকুরবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিণত হয় সামাজিক



অঙ্গীকারের মিলনক্ষেত্রে। সকালে দীর্ঘ পথযাত্রার পর কচিাঁচাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুস্তিকের খাবার। পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে রোপণ করা হয় বেশ কিছু চারা গাছ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিশুর হাতে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়। তবে এদিনের উদযাপনের অন্যতম স্পর্শকাতর দিক ছিল ২০ জন আশ্রয়শীল ভবঘুরে মানুষের অন্নসংস্থানের আয়োজন। এই পুরো কর্মসূচির দায়িত্ব ও ব্যয়ভার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহন করেন কাকদ্বীপ ইউনিটের সদস্যরা।দক্ষিণ ২৪

পরগনারই ‘এনএসএফ ভিলেজ’, নামখানা ইউনিটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের পর ফলজ চারা গাছ লাগিয়ে উদযাপন করা হয় সংস্থার বর্ষপূর্তি। একই দিনে রাজা সীমানা অতিক্রম করে ত্রিপুরাতেও ছড়িয়ে পড়ে এই সেবার বার্তা। সেখানে সংস্থার সদস্যরা এক পরিচ্ছন্নতা ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন করেন। সংস্থার পদাধিকারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মতে, বর্ষপূর্তির এই নানা রঙের কর্মসূচি কেবল একটি উদযাপন নয়; বরং সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নেতাজির আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনচর্চায় রূপ দেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াস।

ইসনার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বপতি মুখার্জী স্মারক বক্তৃতা

কলকাতা, ৩০ আগস্ট: সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সার্য়েস নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা) র উদ্যোগে সার্য়েস কলেজের রাসবিহারী শিক্ষা প্রাঙ্গণে এন.আর সেন অভিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ প্রফেসর বিশ্বপতি মুখার্জী স্মারক বক্তৃতা। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে ইসনার সহ সভাপতি প্রশান্ত কুমার বসু ইসনার কাজ কর্মের সঙ্গে সকলকে আরো বেশি করে যুক্ত থাকার আহ্বান জানায়।ইসনার সম্পাদক ড. অমিত কৃষ্ণ দে তাঁর ভাষণে ইসনার অতীত গৌরবের ইতিহাস তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে বিদ্যাসাগর কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. অরুণাভ মিশ্র, যুক্তিবাদ ও ভারতবর্ষ নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি।উপনিষদ, বেদ থেকে শুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও সহ বহু যুক্তিবাদী মানুষের কথা



তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন , সুলেখা ওয়াক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার।কৌশিক মৈত্র।তিনি তাঁর ভাষণে ইসনার অতীত ঐতিহ্যকে অনেক বেশি

মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন , বিশেষ করে পত্র পত্রিকা গুলি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানান পরিকল্পনার কথা বলেন।সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত ইসনার কাজকর্ম কে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানান কথা তাঁর বক্তৃতায় উঠে আসে।ইসনার সভাপতি এবং সাহা নির্দিক্রিয়ার ফিজিঞ্জের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক বিকাশ কলি চক্রবর্তীর বক্তৃতায় উঠে আসে, গনিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্তি বাদের সম্পর্ক।আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. অর্পণ কুমার ব্যানার্জী।

Name Change
I, Shishir Kumar Bhalla (Old Name) S/O-Basanta Mondal, resident of Samatariya, Ekpharia, Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742132 do hereby declared that I have changed my name from Shishir Kumar Bhalla and henceforth I shall be known as Shishir Bhalla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 28/08/2026. My name Shishir Bhalla & Shishir Kumar Bhalla both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন
আমি Md Aziz Ali, S/O Md Abid Ali, গ্রাম: শ্রীললা, পো + থানা: রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার মায়ের সঠিক নাম Narsia Khatun. কিন্তু আমার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন মার্কার্টিড মায়ের নাম Marsia Khatun করা হয়েছে। ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এলকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটিঅফিট বন্ডে ঘোষণা করছি Narsia Khatun and Marsia Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, Abdul farid (Old name) S/O-Adul Khabir, Resident at, Vill-Girajpur, Po-Amjolphahari, Ps-Md Bazar, Birbhum, 731127 West Bengal, I have changed my name Abdul farid to Abdul Forid (New name) I shall be known as Abdul Forid vid affidavit before the Notary at Berhampore on 27/08/2026 Abdul farid & Abdul Forid is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SONIA BANERJEE (old name) D/O Late Swapan Biswas, presently residing at Basanti Apartment, Rajarhat, Bishnupur, I No. Gram Panchayat, Kolkata-700135 West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from SONIA BANERJEE to SAMPA BISWAS and henceforth I shall be known as SAMPA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit No. 1708 sworn before in the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 28/08/2026. SAMPA BISWAS and SONIA BANERJEE both are same and one identical person.

লিলুয়া ওয়ার্কশপে স্বয়ংক্রিয় বায়ো-টাংক ওভারহলিং লাইন ও জিরো-ডিসচার্জ এসটিপি-র মাধ্যমে টেকসই রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নতুন জাতীয় মানদণ্ড স্থাপন

কলকাতা, ৩০ আগস্ট : পূর্ব রেলের লিলুয়া কারোজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপে কোচ বায়ো-ট্যাংক গুলোর পর্যায়ক্রমিক



ওভারহলিং পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় বৃকিগুর্ণ মানুষাল পরিস্কারের পদ্ধতি থেকে একটি মানসম্মত, যান্ত্রিক এবং টেকসই কর্মপদ্ধতিতে এক যুগান্তকারী রূপান্তর অর্জন করেছে। একটি সমষ্টিত ৪০ কিলো-লিটার প্রতিদিন (40 KLD) ধারণক্ষমতার স্যুরোজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের সাথে কাস্টম মোটোরাইজড ম্যানিপুলেটর যুক্ত করে, ওয়ার্কশপটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি দূর করে, ১০০ বায়োলজিক্যাল ট্যাংক পুনরুজ্জীবন নিশ্চিত করে এবং

উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের সুগম যাতায়াত নিশ্চিত করতে ৩ জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৩০ আগস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আসন্ন উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত ভ্রমণের বিকল্প প্রদান করে যাত্রীদের সুগম চলাচলের সুবিধার্থে তিনে জোড়া ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি করেছে। বর্ধিত পরিষেবাগুলির মধ্যে ট্রেন নং. ০৫৭১৩৬ /০৫৭১৩৫ (কাটিহার-অমৃতসর-কাটিহার), ট্রেন নং. ০৫৯১৩৮/ ০৫৯১৩১ (ডিব্রুগড়-কলকাতা-ডিব্রুগড়) এবং ট্রেন নং. ০৩৪০০৭/০৩৪০৮ (ভাগলপুর-কাটিহার- ভাগলপুর) ফেস্টিভাল স্পেশাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতিরিক্ত ভিড ও উৎসবের মরশুম্বে যাত্রীদের সন্তাব্য ভিড সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে এই পরিষেবাগুলোর চলাচলের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ট্রেনগুলো বিদমান পরিষেবা, সমসৃচি, গঠন ও স্টপেজের স্থান অনুযায়ী চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৭১৩৬ (কাটিহার-অমৃতসর) ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেনটি ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১২টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭১৩৫ (অমৃতসর-কাটিহার) ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেনটি ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১২টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৯১৩২ (ডিব্রুগড়- কলকাতা)

নেপালে আটকে থাকা আরামবাগের ৬৫ জন পর্যটক নিরাপদে রয়েছেন, ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়ে খবর জানানলেন পরিবারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৩০ আগস্ট : নেপালে আটকে থাকা আরামবাগের ৬৫ জন পর্যটক নিরাপদে রয়েছেন। গত বুধবার নেপালে ভয়াবহ হডপা বানের পর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়ে পরিবারকে স্তব্ধ খবর জানানলেন তাঁরা। তবে এখনই ফিরে আসতে চান না। পরিকল্পনামতো সব জাগা গা ঘুরেই বাড়ি আসতে চান ওই পর্যটকরা। গত ২৪ আগস্ট বিকে লে আরামবাগের ওলাইবিবিতলা থেকে ১২ দিনের জন্য নেপাল ও দেওঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন ওই পর্যটকরা। আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা ওই দলে রয়েছেন।



পরিকল্পনা অনুযায়ী নেপালের পোখরা ভ্যালি, ইন্টারন্যাশনাল চেতন পার্ক ও মনস্কামনা মন্দির দর্শনের কথা ছিল তাদের। কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘোগ শুরু হওয়ায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। প্রিয়জনদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরামবাগের পরিবারগুলির মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত পর্যটকদের পাঠানো ভিডিয়ো বার্তায় স্পষ্ট হয় যে তাঁরা সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক আছেন। ওই ভিডিয়ো বার্তায় পর্যটকরা বলেন, আরামবাগ থেকে নেপাল বেড়াতে এসেছি। এখনও পর্যন্ত কোনও অসুবিধা কিংবা বিপদের মধ্যে পড়িনি। যোরাঘুরি, খাওয়া- দাওয়ার কোনও অসুবিধা

এই প্রকৌশলগত কাজের মূল লক্ষ্য ছিল ডায়মন্ড সুইচ পয়েন্ট নম্বর ২০৮বি / ২১৯ এ-কে ৫২ কেজি থেকে সম্পূর্ণ ফিটিংস সহ ৬০ কেজি নির্মাণের এবং চিহ্নস্বত্বিত করা। এর মধ্যে রয়েছে ৩৪.৭১ মিটার ৬০ কেজি রেল এবং ৭টি ৬০ কেজি প্রিফেক্টুরেটেড গ্লুড জয়েন্ট (প্রতিটি ৬.৫ মিটার)। কাজের জায়গায় স্থানসংকেত থাকা সত্ত্বেও, পুরনো ট্রাক্ট মেশিনগুলি পাল্টে সেগুলির জায়গায় আনুষঙ্গিক গ্রাউন্ড ফিটিংস সহ সম্পূর্ণ ট্রাক- কাঠামো আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চাকরর প্রদর্শন করে, গির্জানাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন এবং ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন শাখাগুলি আলাদা করে কোনও ট্রাফিক বিঘ্ন না ঘটিয়েই,

মোরামতে সাধারণ প্যাচওয়ার্কের জায়গায় স্ট্রাকচারাল আর্কে ওয়েল্ডিং, লিক-প্রফ নিওপ্রিন রাবার গ্যাস্কেট এবং নতুন পলি গ্রাস ম্যাট্রিক্স স্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে দ্রুত রেল পচন নিশ্চিত করতে নিয়মিত অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়াল রিচার্জিংকে মানসম্মত করা হয়েছে। মোটরাইজড বায়ো-ট্যাংক ম্যানিপুলেটরটি ১০০০ কেজি নিরাপদ ওয়ার্কিং লোড ধারণক্ষমতাসহ ৩ থেকে ৪ আরপিএম গতিতে কাজ করে, যা একটি ৫ এচিপি, ৩-ফেজ, ৪১৫ ভোল্ট মোটর দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি ২৫০ মিমি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বজায় রাখে এবং সর্বোচ্চ ৯.০ কেজি/সেমি² চাপে ৫০০ লিটার ট্যাংক ধারণক্ষমতার একটি টু-স্টেজ এয়ার কম্প্রেশনার সিস্টেম ব্যবহার করে। এই ওভারহলিং প্রক্রিয়াটি ছয়টি নির্দিষ্ট জোনে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে, ‘আনক্লিন সার্ভিসবেল / রিপেয়ারেবল জোনে’ বায়ো-ট্যাংক আসার পর নিউম্যাটিক পাওয়ার নাট-রানার দিয়ে ওপরের কভারের বোল্ট খুলে পরিদর্শন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, ট্যাংক গুলো ফর্কলিফটের মাধ্যমে ‘ক্লিনিং জোনে’ এনে ম্যানিপুলেটরে আটকানো হয় এবং ৬৬০-ডিগ্রি ঘুরিয়ে উচ্চ-চাপের ওয়াটার জেট দিয়ে পরিস্কার করা হয়। তৃতীয় ধাপে, ‘রিপেয়ারিং

ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেনটি ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১৩ টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ফের যাত্রায়, , ট্রেন নং.০৫৯১৩১ (কলকাতা - ডিব্রুগড়) ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেনটি ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অতিরিক্ত ১৩টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এই ট্রেনগুলো ২২টি কোচ নিয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৩৪০০৭/ ০৩৪০৮ (ভাগলপুর-কাটিহার- ভাগলপুর) ফেস্টিভাল স্পেশাল ট্রেনের দৈনিক চলাচল অব্যাহত থাকবে। ২৯ আগস্ট থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিকেই ট্রেনটির পরিষেবার মেয়াদ ৯৪টি করে ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবাগুলোর পরিচালন ও সম্প্রসারণ যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি এবং ব্যস্ত রুটে ভিড ক্রমগে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করবে। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইট এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে পাওয়া যাবে। যাত্রীদের যাত্রা শুক্রর পূর্বে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জোনে’ টেকনিশিয়ানরা আর্ক ওয়েল্ডিং, অ্যান্কেল গ্রাইন্ডিং এবং নিওপ্রিন গ্যাস্কেট ফিটিং সম্পন্ন করেন। চতুর্থ ধাপে, ‘পলি গ্রাস চেঞ্জিং জোনে’ পুরনো ম্যাট্রিক্স পরিবর্তন করে নতুন পিভিসি ম্যাট্রিক্স লাগানো হয়। পঞ্চম ধাপে, ‘ব্যাকটেরিয়া টপ আপ জোনে’ অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া যোগ করে বর্জকে জল, মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। ষষ্ঠ ধাপে, কভার পুনরায় ভালোভাবে বন্ধ করে কোচের আন্ডারফ্রেমে বায়ো-ট্যাংকগুলো আবার বসানো হয়। ৪০ KLD এসটিপি- টি কেমিক্যাল ফ্লুইডেশন, স্পিণ্টল আরেশন ট্যাংক (২.০০ মি x ১.০০ মি x ২.২৫ মি সাথে ০.৫ মি ফ্লিওবোর্ড) এবং মাল্টি-মিডিয়া বালি ও কার্বন ফিল্ট্রেশন ব্যবহার করে ব্যবহৃত জল পরিশোধন করে। ওয়ার্কশপটিতে সঠিক পাইপলাইন চিহ্নিতকরণের জন্য নির্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করা হয়ঃ জলের লাল রঙের জন্য সবুজ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার জন্য লাল, গ্যাস লাইনের জন্য হলুদ, নর্মা ও বর্জ্যের জন্য বাদামী, সংকুচিত বাতাসের (কম্প্রেসড এয়ার) জন্য নীল এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য কমলা বা ধূসর। পূর্ব রেলের লিলুয়া ওয়ার্কশপ বায়ো- ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকে একটি জাতীয় ‘সেন্টার অফ এক্সিলেন্স’ হিসেবে গড়ে তুলছে, যা চারটি স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত : অইওটস্কাডা ট্র্যাক্‌ভিত্তিক স্মার্ট অটোমেশন, ১০০ শতাংশ ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে জিরো লিকু ইড ডিসচার্জ (ZLD) নিশ্চিতকরণ, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় ট্রেনিং হাব স্থাপন, এবং দেশের সব জোনাল ওয়ার্কশপে ব্যবহারের উপযোগী একটি প্রমিত টার্নিক মডেল তৈরি। পূর্ব রেল জানিয়েছে যে, লিলুয়া ওয়ার্কশপের স্বয়ংক্রিয় বায়ো-ট্যাংক সুবিধা এবং ৪০ KLD এসটিপি শিল্প স্বাস্থ্যবিধি, শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং টেকসই রেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নতুন জাতীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছে। হাওড়ার লিলুয়া থেকে প্রকাশিত এই প্রেস রিলিজে ক্ষতিকারক মানব বর্জ্যের সাথে সরাসরি স্পর্শ পুরোপুরি দূর করার সাফল্য তুলে ধরা হয় এবং চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজারের কার্যালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ জল পুনর্ব্যবহার ও আধুনিক ট্র্যাকিং ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পূর্বকর্ষ করা হয়। এই যুগান্তকারী উদ্যোগের প্রশংসা করে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেছেন, লিলুয়া ওয়ার্কশপের এই প্রকল্পটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, কার্যক্ষমতার উৎকর্ষ এবং আমাদের কর্মীবাহিনীর নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ করে।

বাঘমুণ্ডিতে বেআইনি পোস্ত চাষ রুখতে পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ নজরদারি

শেফালী মাহাতো, পুর্কুলিয়া, ৩০ আগস্ট : বেআইনি পোস্ত চাষ প্রতিরোধে পুর্কুলিয়া জেলা পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত। এদিন বাঘমুন্ডি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুর্কুলিয়া জেলা পুলিশের একটি যৌথ বাতালসের (কম্প্রেসড এয়ার) জন্য নীল এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য কমলা বা ধূসর। পূর্ব রেলের লিলুয়া ওয়ার্কশপ বায়ো- ট্যাংক রক্ষণাবেক্ষণে নিজেকে একটি জাতীয় ‘সেন্টার অফ এক্সিলেন্স’ হিসেবে গড়ে তুলছে, যা চারটি স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত : অইওটস্কাডা ট্র্যাক্‌ভিত্তিক স্মার্ট অটোমেশন, ১০০ শতাংশ ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে জিরো লিকু ইড ডিসচার্জ (ZLD) নিশ্চিতকরণ, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় ট্রেনিং হাব স্থাপন, এবং দেশের সব জোনাল ওয়ার্কশপে ব্যবহারের উপযোগী একটি প্রমিত টার্নিক মডেল তৈরি। পূর্ব রেল জানিয়েছে যে, লিলুয়া ওয়ার্কশপের স্বয়ংক্রিয় বায়ো-ট্যাংক সুবিধা এবং ৪০ KLD এসটিপি শিল্প স্বাস্থ্যবিধি, শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং টেকসই রেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নতুন জাতীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছে। হাওড়ার লিলুয়া থেকে প্রকাশিত এই প্রেস রিলিজে ক্ষতিকারক মানব বর্জ্যের সাথে সরাসরি স্পর্শ পুরোপুরি দূর করার সাফল্য তুলে ধরা হয় এবং চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজারের কার্যালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ জল পুনর্ব্যবহার ও আধুনিক ট্র্যাকিং ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পূর্বকর্ষ করা হয়। এই যুগান্তকারী উদ্যোগের প্রশংসা করে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেছেন, লিলুয়া ওয়ার্কশপের এই প্রকল্পটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, কার্যক্ষমতার উৎকর্ষ এবং আমাদের কর্মীবাহিনীর নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রকাশ করে।



ও তৎসল্লগ্য এলাকাগুলোতে কোনো সন্দেহজনক পোস্ত চাষ হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। জমিতে সরেজমিনে পরিদর্শনের পাশাপাশি ড্রোন উড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হয়। অভিযান শেষে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই দিনের তল্লাশি ও আকাশপথে নজরদারিতে পরিদর্শিত এলাকাগুলোর কোথাও কোনো বেআইনি পোস্ত চাষের হদিস মেলেনি। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, বেআইনি পোস্ত চাষ শুরুতেই প্রতিহত করতে এবং আগেই তা চিহ্নিত করতে এই ধরনের সংবলনশীল এলাকাগুলোতে আগামী দিনেও যৌথ নজরদারি ও প্রতিরোধমূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নবান্নের দুয়ারে মন্দিরতলায় ধর্গা এবার বধিত জেন জিদের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট : জেন জিদের আন্দোলন এবার নবান্নের দোরগোড়ায়। নিয়োগ ও ন্যায় দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসা বধিত জেন জিদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বধিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা একা মঞ্চ আগামী ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর, বৃধ ও বৃহস্পতিবার মন্দিরতলায়, নবান্নের দুয়ারে, ধর্গা কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ



অধিকার ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কর্মসূচি পালন করা হবে বলে আয়োজকদের দাবি। তাঁরা এও দাবী করেন মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাতে নবান্নের সভাধরে প্রতিনিধিদলের বৈঠকের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এই কর্মসূচিতে প্রায় ১০,০০০ বধিত জেন জিদের উপস্থিতিত লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, বৃহৎ সংখ্যায় বধিতদের উপস্থিতির মাধ্যমে সরকারের কাছে তাঁদের দাবির কথা আরও জোরালোভাবে তুলে ধরাই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। আয়োজকদের আবেদন, বধিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারাদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি সহমর্মী নাগরিকরাও যেন এই কর্মসূচিতে পাশে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ বধিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা একা মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক শুভদীপ ভৌমিক বলেন তৎকালীন সময়ে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের সাথে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক হয়েছে। আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে, এখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সহিত নবান্নে বৈঠকের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের জন্যই সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনতেই এই ধর্গা কর্মসূচি।

দুর্গাপুরে নেহরুর মূর্তি ভেঙে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ আগস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মূর্তি ভেঙে ফেলার অভিযোগ। তাঁর সুবিশাল মূর্তি জঙ্গলে ভেঙে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনার প্রতিবাদে সরব দুর্গাপুরের কংগ্রেস নেতৃত্ব। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই মূর্তি স্বস্থানে প্রতিস্থাপনের দাবিতে রীশয়ারি দিলা অন্যান্য কংগ্রেস বধিত আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস। যদিও কংগ্রেসের এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন পণ্ডিত মুল্লের পাশে রয়েছে একটি মেডিটেশন সেন্টার। ওই সেন্টারের সামনেই গ্রাউড জওহরলাল নেহরুর একটি বিশাল মূর্তি ছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, শুক্রবার রাতিবন্ধন অন্ত্যষ্টানের জন্য জাগ্রা দরকার ছিল। তাই ক্রেন দিয়ে মূর্তিটি তুলে মুল্লের পাশের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে কংগ্রেস। প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করেন, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে কোন অসম্মাননা? কেন মূর্তি ভাঙতে নষ্ট করা হল? কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী রীতিমতো বলেন, নেহরুর মূর্তিটি ক্রেন দিয়ে উল্টেয়ে এভাবে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাতিবন্ধনের অন্ত্যষ্টান হয়েছে। নেহরুর এই অসম্মান আমরা মানব না। পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে আমরা অত্যাচারে নামব। দুর্গাপুর পুরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কংগ্রেসের দুটো গোষ্ঠী রয়েছে। একটা গোষ্ঠী চোরাডাথে তুমুলে যোগ দিয়েছে। আর তুমুলপুরে জেওহরলাল নেহরুর মূর্তি ফেলে দিয়েছে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে বিক্ষণের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করতে কংগ্রেস। নেহরুর মূর্তি ভাঙার পিছনেও বিজেপি নেই। দেখুন কারা এসব করেছে। আমরাও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মানুষকে জেগে থেকে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হবে, মুর্শিদাবাদে বললেন দিলীপ ঘোষ

মি্টন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ আগস্ট : মুর্শিদাবাদ জেলা পঞ্চায়েতের কাজে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষকে জেগে থেকে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হবে। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই বললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মালদা জেলায় একটি সরকারি কর্মসূচি সেরে শনিবার রাতে জঙ্গিপুরে এসে পৌঁছান দিলীপ ঘোষ। সেখানে রাত্রিবাস করার পর রবিবার সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ‘মনিং ওয়াক’ করেন তিনি। আজই জঙ্গিপূর থেকে বীরভূমে একটি কর্মসূচিতে যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর। দিলীপ ঘোষ বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নতি হওয়া উচিত। তাই এখানে কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েত দপ্তরের রিভিউ বৈঠক হয়েছে। এই জেলা পঞ্চায়েতের কিছু কিছু কাজে পিছিয়ে রয়েছে। তবে সাধারণ মানুষকে জেগে থেকে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হবে। সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিকে আবাস যোজনার বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, আবাস যোজনা সার্ভের কাজ বিধায়কদেরকেও বলা হয়েছিল। তাঁরা যে নাম পাতিয়েছে সেই নামগুলো সার্ভে করে দেখা হচ্ছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী আরও বলেন, ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্পে গরিব মানুষ যাতে কাজ পান তার জন্য সাধারণ মানুষ এবং জনপ্রতিনিধিদেরও চেষ্টা করতে হবে। এই প্রকল্পে কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর টাকা দিয়েছে খরচ করতে। তবে বৃষ্টির জন্য কিছু জায়গায় কাজে একটু সমস্যা হচ্ছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে

বাড়ির ভিতর উনুন বসিয়ে চোলাই মদ তৈরির অভিযোগ! চাঁচলে পুলিশ-আবগারির যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩০ আগস্ট : বাইরে থেকে সাধারণ বাড়ি। কিন্তু অভিযোগ, সেই বাড়ির ভিতরেই উনুন বসিয়ে গোপনে চলছিল চোলাই মদ তৈরির বেআইনি কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে সেই প্রক্রিয়া ভেঙে দিল পুলিশ ও আবগারি দফতর। রবিবার সকালে মালদার চিচল থানার আভারগী কাশিমপুর এলাকায় এই যৌথ অভিযান চালানো হয়। ঘটনাক্রমে ঘিরে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও আবগারি দফতর সূত্রে জানা গেছে, আভারগী এলাকায় পুরে এলাকার একটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে গোপনে চোলাই মদ তৈরির কাজ চলছিল বলে খবর আসে। বাড়ির ভিতরে উনুন বসিয়ে

এলাকায় বেআইনি চোলাই মদ তৈরির কারবারে বড়সড় থান্কা দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এই কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত, দীর্ঘদিন ধরে সেখানে এমন কাজ চলছিল কি না এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও খোঁজখবর শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বেআইনি চোলাই মদ তৈরির বিরুদ্ধে আগামী দিনেও নজরদারি ও অভিযান চালানো হবে বলে পুলিশ ও আবগারি দফতর সূত্রে জানা গেছে। এদিনের অভিযানে পুর আভারগী জঙ্গিপূর এলাকায় বেআইনি মদ তৈরির বিরুদ্ধে প্রশাসনের তৎপরতা আরও বাড়ল।

নাবালিকা জনজাতি স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বেলপাহাড়ি এঁালা এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়পুর, ৩০ আগস্ট : নাবালিকা জনজাতি স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বেলপাহাড়ি এঁালা এলাকা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা পরেও ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় মানুষজন। অভিযুক্তের ফাসির দাবিতে রবিবার সকাল থেকেই শিলদা বাকুড়া ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় আদিবাসী সমাজের মানুষজনেরা। এদিন এঁালা মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় এই বিক্ষোভ, অবরোধ। পরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমায়েতও বাড়তে থাকে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে বিক্ষোভকারীদের সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌছায় পুলিশ। সড়ক অবরোধ ২৩ অগস্ট স্থানীয় এক টোটোচালক রূপকুমার দাস ওই নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে টোটোতে চাপিয়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর ২৪ আগস্ট নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বেলপাহাড়ি

হাজারো মানুষের ভিড়ে এই প্রথম কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা আরতি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৩০ আগস্ট : এই প্রথম কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা আরতি। কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন দেবের



বাড়ির ঠিক বিপরীতে বৈরাগী দিখিতে হরিদ্বার থেকে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণ গঙ্গাআরতি করলেন। এমনতিহে কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর বাবা মদনমোহন দেবের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও বিশ্বাস আজও বহন করে কোচবিহারের আপামর জনসাধারণ। মদনমোহন বাড়ির বিপরীত এলাকা থেকেই হরিদ্বার থেকে শিল্প দের এক সময় সাধারণ মানুষ হাত-পা ধুয়ে তারপরেই মন্দিরে প্রবেশ করতেন। এই মন্দিরে সাাতটি ঘাট রয়েছে পুরাতন মদত এখানে বাস করত বৈরাগীরা সে থেকেই নাম বৈরাগী দিখী। সরকার পরিবর্তন হতেই কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার স্পিকার ও রথীন্দ্রনাথ বোস কোচবিহারের বিভিন্ন দীর্ঘগুলি সংস্কার ও পরিস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয় হরিদ্বার থেকে

দিঘির পারে পরিস্থিতি এটাইকটি কঠিন হয়ে উড়ছিল যে ভিড় সামলানোর দায় হয়ে উঠছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এমত অবস্থায় অবশেষে শুরু হয় গঙ্গা আরতি। এই প্রথম কোচবিহারের মানুষ এই গঙ্গার অতি দর্শন করলে। এই প্রসঙ্গে

বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বোস বলেন - হরিদ্বার থেকে শিল্প সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী এই পুরোহিতদের পাঠিয়েছেন গঙ্গারতীর জন্য। কোচবিহারের মানুষ এর জন্য গর্বিত। প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছেন আগামী দিনেও চেষ্টা করা হবে এই ধরনের গঙ্গা আরতি প্রচুর মানুষ যেতে পারেন না বেনারস কিংবা হরিদ্বারে তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটাই এখন অঙ্গীকার। এই প্রসঙ্গে আচার্য পূণিক বিশ্বাস যিনি আরাতি করেছেন তিনি বলেন - আমি জানতে পেরেছি উত্তরবঙ্গে একমাত্র কোচবিহার এই

OFFICE OF THE PRADHAN ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL. & POST-ANARA, DIST.-PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
E-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: 287/AGP/2026, Dated: 27.08.2026
Net No.: WB/PUR/PARA/ANARA/1/AGP/2026
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website
https://tenders.wb.gov.in. 1. Date and time of Bid opening 07/09/2026 at 11.00am. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/- Pradhan Anara Gram Panchayat

ম্যাকলারেনের খরা কাটাতে বাগানে নতুন ‘স্ট্রাইকার’ হ্যারি এরউইন



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট : দলবদলের বাজারে একের পর এক চমক। সকালে জাতীয় দলের অভিজ্ঞ অ্যাটাকিং মিডিও বেনিয়ের ফার্নান্ডেজকে দলে নিয়ে আলাউন ফেলো ছিল ইস্টবেঙ্গল। আর দুপুর ডাঙেই পাষ্টা বড় ঘোষণা মোহনবাগানের। সবুজ-মেরুন আক্রমণভাগের শক্তি বাড়াতে দলে যোগা দিচ্ছেন স্কটিশ স্ট্রাইকার লি হ্যারি এরউইন। সোমবার রাতেই কলকাতায় পা রাখার কথা ৬২ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ডের। মঙ্গলবার থেকেই দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি। এরউইনের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করেছে মোহনবাগান। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার স্কটিশ ফুটবলার মূলত একজন বক্স স্ট্রাইকার। গোলের সামনে তাঁর উপস্থিতি এবং শারীরিক শক্তি প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি বল পায়ে দক্ষতা এবং ফিনিশিংয়ের ক্ষমতাও রয়েছে তাঁর। উচ্চতার কারণে সেট-পিসেও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন এরউইন। গত মরসুমে জর্ডনের ক্লাব আল ফুসলিতে খেলেছেন তিনি। তার আগে স্কটিশ ফুটবল এবং ইংল্যান্ডের ক্লাব কুইন্সলে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। মাদার ওয়েল, লিডস ইউনাইটেড, বারি একসি এবং টাস্টার একসির মতো ক্লাবের জার্সি পরার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এশিয়ার ক্লাব ফুটবলেও খেলেছেন এই স্কটিশ ফরোয়ার্ড। স্কটিশ জাতীয় যুব দলেও প্রাক্তনী তিনি। মোহনবাগানের আক্রমণভাগে অবশ্য নতুন মরসুমে প্রত্যাশমতো ছন্দে নেই জেমি ম্যাকলারেন। অস্ট্রেলিয়ার তারকার পারফরম্যান্স নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই পরিস্থিতিতে এরউইনের আগমন সবুজ-মেরুন আক্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলা। বিশেষ করে বক্সের মধ্যে একজন শক্তিশালী স্ট্রাইকারের উপস্থিতি দলের আক্রমণকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে পারে। মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এরউইন নিজেও যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। চুক্তিতে সই করার পর তিনি জানান, ভারতে প্রথমবার খেলতে আসছেন। তাঁর কাছে একাধিক আইএনএল ক্লাবের প্রস্তাব থাকলেও মোহনবাগানের ঐতিহ্য ও সাফল্য তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। এরউইনের কথায়, মোহনবাগান ভারতের সেরা ক্লাব। স্কটিশ ফুটবলার বন্ধুদের কাছ থেকেও এই ক্লাবের পেশাদারিত্ব এবং ফুটবল দর্শন সম্পর্কে ইতিবাচক কথা শুনছেন তিনি। ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের আবেগ, ভালোবাসা এবং সমর্থনও তাঁকে সবুজ-মেরুন জার্সি বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। নতুন সতীর্থের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কলকাতায় আসছেন এরউইন। নিয়মিত অনুশীলনের মধ্যেই রয়েছেন তিনি। নিজের ও সিনিয়র দলের তরুণ ও সিনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে মোহনবাগানকে ট্রফি জেতানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এখন অপেক্ষা শুধু মাঠে নামার। ম্যাকলারেনের গোলখরা কাটাতে এরউইন কটাক্ষ কার্যকরী হন, সেটিই দেখার। সোমবার রাতে কলকাতা আগমন থেকেই শুরু হবে তাঁর সবুজ-মেরুন অধ্যায়।

গিলের নেতৃত্ব নিয়ে বিস্ফোরক কাইফ! ‘কোহলি থাকলে ফল অন্যরকম হত’



নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিরাট কোহলির অবসর নেওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় টেস্ট দলে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনা যেন থামেই নেই না। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের পরোগোষ দিয়ে পৌঁছেও ম্যাচ ড্র করে ভারত। আর এই ফলের পরই প্রশ্ন উঠছে-দলে বিরাট কোহলির মতো একজন আগ্রাসী ও প্রভাবশালী ক্রিকেটার থাকলে কি ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত? প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফ অন্তত ভেমনটাই মনে করছেন। তাঁর মতে, দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় ব্যাটিং বা বোলিং পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু মাঠে প্রতিপক্ষের উপর যে ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করা প্রয়োজন ছিল, সেটাই করতে পারেনি ভারত। আর সেই জায়গায় কোহলির অভাব স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। ২০২৫ সালের মে মাসে আচমকাই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন কোহলি। এরপর থেকে ভারতীয় টেস্ট দলে তৈরি হয়েছে নতুন নেতৃত্বের পর্বা। শুভমন গিলের হাতে দায়িত্ব এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠছে একাধিকবার। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত সিরিজ ড্র করলেও ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হতাশাজনক ফল হয়েছিল। এরপর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল ভারতের সামনে। প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় টেস্টেও জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচ ড্র হওয়ায় ভারতের প্রত্যাশা ধাক্কা লাগে। বিশেষ করে শেষ দিনে সোনা ল দিশুর দূর্বল সেঞ্চুরি ভারতের জয় আটকে দেয়। শ্রীলঙ্কার ব্যাটের উপর ধারাবাহিক চাপ তৈরি করতে ব্যর্থ ভারতের বোলিং আক্রমণ। সেই সময় দলের মধ্যে আগ্রাসনের অভাবও চোখে পাচ্ছে বলে মনে করেন কাইফ। তাঁর বক্তব্য, টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘ সময় ধরে একই জায়গায় বল করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই কাজের পাশাপাশি মাঠে উদ্দীপনা ও আগ্রাসনও প্রয়োজন। কাইফের মতে, এই জায়গাতেই কোহলির মতো একজন ক্রিকেটারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কাইফ বলেন, টেস্ট ক্রিকেট সবার জন্য সহজ নয়। দীর্ঘ সময় ধরে বোলিং করে যেতে হয়। তাঁর মনে হয়েছে, ভারতীয় দল কখনও কখনও পরিস্থিতিকে একটু হালকাভাবে নিয়েছিল। যেন বল ঘুরছে, তাই শুধু বোলিং করে গেলেই উইকেট চলে আসবে-এমন একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। তাঁর মতে, কোহলি থাকলে দলের মধ্যে অন্য ধরনের উদ্দীপনা তৈরি হত।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের কাছে চিঠি লিখেছেন ভারতের দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর ও কপিল দেব

ইমরান খানের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ

ইসলামাবাদ, ৩০ স্তগস্ট : ইমরান খানের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ক্রিকেট মহলে। দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সুস্থতা কামনা করে সবার হয়েছেন একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বর্তমান তারকা। এবার আবেগ ধরে রাখতে না পেয়ে ইমরানের মুক্তির দাবিতে কার্ণাতে দেখা গেল তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থ জাভেদ মিয়াদাদকে। ইমরান সত্যিই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে মিয়াদাদের অবস্থান একেবারেই স্পষ্ট। তাঁর দাবি, ইমরান কোনও চোর নন, বরং একজন সং মানুষ। সম্প্রতি একটি প্রশ্নোত্তর পরে ইমরানের প্রসঙ্গ উঠতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। কার্ণাতে কাদিতে মিয়াদাদ বলেন, কেউ আমাকে বুঝিয়ে বলুক, ইমরান কি পাকিস্তানকে খেয়ে

ফেলবেন? আমরা সবাই পাকিস্তানি। আমাদের একসঙ্গে বসে সমস্যার সমাধান করা উচিত। বিষয়টা অযথা দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে, যা দেশের জন্য ভালো নয়। ইমরানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ক্রিকেটজীবনের সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন মিয়াদাদ। তাঁর বক্তব্য, ইমরান শুধু তাঁর সতীর্থই নন, পাকিস্তানের জাতীয় বীর। তাঁদের মধ্যে কখনও ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বড় ধরনের বামেন্দাও ছিল না। মিয়াদাদের কথায়, ইমরান জাতীয় বীর। আমি সবকিছু বলার মতো অবস্থায় নেই। তবে এটুকু বলতে পারি-তিনি আমার দীর্ঘদিনের সতীর্থ। আমাদের মধ্যে কখনও কোনও শত্রুতা বা ঝগড়া

ছিল না। আমরা একসঙ্গে খেলেছি, সময় কাটিয়েছি। তিনি চোর নন, সং মানুষ। আমার মনে হয় না, উনি ইমরানের

তালিকায় রয়েছেন ভারতের দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল ও কপিল দেবও ইমরানের চিকিৎসা এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ নিশ্চিত করার দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্ডাও। প্রাক্তন অধিনায়ক দেব উদ্গোপকে সমর্থন জানিয়ে তিনি ইমরানের সূচিকিৎসা এবং পরিবারের সঙ্গে

সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধা দেবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রনেতা ও খেলোয়াড় হিসেবে ইমরান খানের সঙ্গে যেন পূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করা হয়। এর মধ্যেই ইমরানের দুই পুত্রের সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলন এবং সাক্ষাৎকার ঘিরে পাকিস্তানে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এমনকি ইমরানকে নিয়ে কোনও সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হলে পাকিস্তান দল ম্যাচে নামবে না-এমন হুমকির খবরও সামনে আসে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার উসমান খোয়াজা সেই অবস্থানে বিশ্ময় প্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি ব্যঙ্গ করে লেখেন, ওরা নিশ্চয়ই মজা করছে। ইমরান খানকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক যতই তীব্র হোক, তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থ মিয়াদাদের আবেগধন বক্তব্য এবং ক্রিকেট বিশ্বের একাধিক তারকার উদ্দেশে বিষয়টি ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলের আলোচনায় উঠে এসেছে।